CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 November, 2019 ■ আগরতলা, ৩ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৬ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাইদ্যাদিঘী এলাকায় শান্তি বজায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত, কমিটি গঠিত, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ নভেম্বর।। বাইদ্যাদিঘী বাজারে সংঘর্ষের ঘটনায় আজ শান্তি বৈঠকে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় অঙ্গীকার নিয়েছে স্থানীয় জনগণ। শুধু তাই নয়, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা। ফলে, আজ বাইদ্যাদিঘী এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে একটি শান্তি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বিশালগড় থানার ওসি প্রণব দেবনাথের নেতৃত্বে ১১ জনকে নিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে, গত ৩০ অক্টোবর রাতে বাইদ্যাদিঘী বাজারে সংঘর্ষের ঘটনায় ধৃত পাঁচ জনের মধ্যে চার জনকে আজ শর্তাধীন জামিন দিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ অক্টোবর সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার বাইদ্যাদিঘী এলাকায় গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে সংঘর্ষ হয়। তাতে, ৮ জন আহত হন এবং দুইটি দোকান ও একটি ট্রিপার গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, কয়েকটি গাড়ি এবং দোকান সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই ঘটনায় এলাকায় পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। তাই, মহকুমা প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। এদিকে, সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে চার জনকে আজ আদালত শর্তাধীন জামিন দিয়েছে। এক জন এখনো জি বি হাসপাতালে পুলিশের নজরদারিতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আজ বাইদ্যাদিঘী বাজারে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ ওই বৈঠকে অংশ নেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার নাইজেরিয়ান ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে চার নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি থানার পুলিশ। শনিবার আগরতলা রেল স্টেশনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ-বিষয়ে জিআরপি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিনা ভিসায় ভারতে প্রবেশের অপরাধে আগরতলা রেল স্টেশনে সন্দেহভাজন চার নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা ওকাফোর অবিরু মাইকেল (২৩), ইগবানিগু অরিকপু ডোনাটাস (২৮), মাদুবুকু ওইদিকচক্যু স্টেইনলি (২৯) এবং পিটারসন উইলসন।

জিআরপি অফিসার জানান, গুয়াহাটিগামী ট্রেন থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। চার নাইজেরিয়ান নাকি বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। তাদের কাছে পাসপোর্ট রয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু বাংলাদেশের ভিসা। ভারতে তাঁরা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। ওই অপরাধেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, তাঁদের ফুটবলার হিসেবে পরিচয় মিলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবি ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্যের ভাবাবেগ বুঝতে আসছে এআইসিসির টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর ।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হতে পারে। ফলে, এই বিল নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভাবাবেগ বুঝতে চাইছে এআইসিসি। তাই, চার রাজ্যের স্নায়ুর চাপ মাপতে আসছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। আসাম, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরা এই চারটি রাজ্য সফরে আসছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ জয়রাম রমেশ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এআইসিসি জিতেন্দ্রর সিং, সাংসদ তথা এআইসিসি সম্পাদক মানিকাম টেগোর, আইনজীবি মহম্মদ আলী খান এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনিক। ওই চারটি রাজ্যেই পার্টি নেতৃত্ব এবং কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের সূচি ঘোষণা করেছে এআইসিসি। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত টানা সফরে কংগ্রেস সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতার খোরাক সঞ্চয় করে নিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূচি অনুযায়ী রবিবার কংগ্রেস ওই প্রতিনিধিদল ইম্ফল সফরে যাচ্ছেন। দিনভর টানা কর্মসূচিতে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ও কর্মকর্তাদের সাথে তাঁরা বৈঠক করবেন। তেমনি, ৪ নভেম্বর শিলং এবং ৫ নভেম্বর আগরতলা সফর শেষ করে ৬ নভেম্বর গৌহাটিতে কাটাবেন তাঁরা। কংগ্রেস সূত্রে খবর, ওই চারটি রাজ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আঞ্চলিক অবস্থা সম্পর্কে জানাবেন তাঁরা। এমনিতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এনআরসিতে আপত্তি না থাকলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে প্রতিটি রাজ্যেই আঞ্চলিক দলগুলি তাদের আপত্তি জাহির করেছে। বিশেষ করে উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় মত প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ছিল সাহসী পদক্ষেপ

সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মূলে আঘাত করেছে ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

ব্যাংকক, ২ নভেম্বর।। ৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত। শনিবার থাইল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে আরও একবার ঠারেঠোরে একথা বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর রেশ ধরে তিনি আরও বলেন, যখন কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিশ্বজুড়ে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। থাইল্যান্ড থেকেও সেই প্রতিধ্বনী আমি শুনতে পাচ্ছি।

এদিন ব্যাংককে প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় সরাসরি নাম না করে ৩৭০ ধারা বাতিলকে হাতিয়ার করেন মোদী। এটি সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের বড় পদক্ষেপ বলে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন তিনি। মোদী মনে করিয়ে দেন। দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূল করা সম্ভব নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর কাজ করছে তাঁর সরকার।

প্রবাসী ভারতীয়দের এদিনের জমায়েতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনারা জানেন সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের নেপথ্যের মূল কারণকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। যখন কোনও সঠিক গ্রহণ করা হলে বিশ্বজুড়ে তার অনুরণন শোনা যায়। থাইল্যান্ডেও যেন আমি সেটি শুনতে

ব্যাংককে প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় প্রধানমন্ত্রী। ছবি-পিআইবি

পারছি। এদিন প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর ভাষণে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রসঙ্গ তোলেন সে সময় তাঁকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেন দর্শকরা। এর পরে তিনি বলেন, এই সম্মান ভারতীয় সংসদ এবং সাংসদদের প্রাপ্য।

গত ৫ অগস্ট সংসদে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের পাশাপাশি ওই রাজ্যের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ দমন ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদের কথা মাথায় রেখে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত এলাকা করা হচ্ছে। অন্য কেন্দ্রশাসিত এলাকার মতোই এ ক্ষেত্রে রাজ্যের মাথায় থাকবেন ডেপুটি গভর্নর বা উপরাজ্যপাল। সংবিধানের ৩৬০ অনুচ্ছেদে আর্থিক সংকট ঘোষণা করার অধিকার থাকবে কেন্দ্রের হাতে। পাশাপাশি দিল্লির মতো জম্মু ও কাশ্মীরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও চলে এসেছে কেন্দ্রের হাতে।

ব্যাংককের মঞ্চ থেকে উজলা যোজনা-সহ তাঁর সরকারের একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর সীমান্তে হাতি উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ধর্মনগরের বৈঠাং বাড়ির পর এবার কৈলাসহরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সমরুরমুখ এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে এক বড় হাতী প্রবেশ করলে গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায়। হাতীর পেছনে ধাওয়া করে প্রায় ২ কিমি যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা হাতিটিকে আটক করতে সক্ষম হয়।

শনিবার কৈলাসহর থানা ও বন দপ্তরে গ্রাবাসীরা এ খবর জানালে মহকুমা ফরেস্ট আধিকারিক পল্লব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বন দপ্তরের কর্মীরা ও পুলিশ খজ্জঘটনাস্থলে গিয়ে হাতিটিকে উদ্ধার করে। পল্লব চক্রবর্তী জানান চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ বৎসরের এই হাতিটি একটি মহিলা হাতি। হাতিটির পায়ে একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ হেপাজতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ নভেম্বর।। থানার লক আপে প্রচন্ড মারধরের জেরে চুরির অভিযোগে ধৃত যুবকের হাসপাতালে মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠেছে। মৃত যুবক মঙ্গল দাসের মা আরতি দাস আজ গোমতী জেলা শাসক ও উদয়পুর মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন। ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ছেলের অবর্তমানে পরিবার প্রতিপালনে সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় সিপিএম, কংগ্রেস এবং সিপিআইএমএল সোচ্চার হয়েছে। তারাও ওই মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ শে অক্টোবর উদয়পুর ধবজনগরে একটি চুরির ঘটনার অভিযোগে এলাকাবাসী উক্ত মঙ্গল দাসকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ২৪ শে অক্টোবর আদালত থেকে ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে তাকে আনা হয়।

উদয়পুর

পুলিশি হেপাজতে থাকা অবস্থায় উক্ত মঙ্গল দাসের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। থানার লক আপে তাকে প্রচন্ড মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কারণ মৃতের মা-র বক্তব্য, তার ছেলেকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তখন তিনি সুস্থ ছিলেন। কিন্তু, ৩১ অক্টোবর হাসপাতালে ডেকে নিয়ে তার ছেলের মৃতদেহ তুলে দেয়। মৃতের মা-র অভিযোগ, তার ছেলের মৃতদেহ ময়না তদন্ত শেষেই তড়িঘড়ি শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ফেলে পুলিশ। শুধু মৃতদেহ পরিবারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন একটি কাগজে তার স্বাক্ষর রাখে পুলিশ।

ছেলের মৃত্যুর ঘটনা রহস্যজনক দাবি করে আরতি দাস ওই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছেন। এদিকে, গোমতী জেলা কংগ্রেসও আজ ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতের মা-র দাবির প্রতি সহমত জানিয়েছে। পুলিশের হেপাজতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে গোমতী জেলা কংগ্রেস। এদিকে, ওই ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে সিপিএম। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ওই ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবতীকে অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে জেল-জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ নভেম্বর।। ধর্ষণ মামলায় এক ব্যক্তিকে সাত বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত। সেই সাথে জরিমানাও করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, ২০০৩ সালের ২৪ নভেম্বর গোমতী জেলার আর কে পুর থানার অধীন ২ নং ফুলকুমারী এলাকার এক যুবতীকে ওই এলাকার সঞ্জয় হুসেনের ছেলে আলমগীর হোসেন সন্ধ্যা আনুমানিক ছয়টা নাগাদ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই যুবতীকে বাড়ির কিছু দূরে একটি টিলার মধ্যে নিয়ে গিয়ে পরপর দুইবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই যুবতী ঐদিন রাত দশটা নাগাদ বাড়িতে ফিরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের গোটা ঘটনা জানায়। অভিভাবকরা বিষয়টি জানার পর আর কে পুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে মামলা রুজু করে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। কিছুদিন জেলহাজতে থাকার পর জামিনে ছাড়া পায়। তারপর সে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। ২০১৮ সালে অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন রাজ্যে ফিরে এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করে। তারপর শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া।

আদালত আটজন সাক্ষীর বক্তব্যগ্রহণ করেছে। বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনার পর আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। আসামী আলমগীর হোসেনকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬(১) ধারা মোতাবেক সাত বছরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় খেজুরবাগানে জলাশয়ে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। ছবি নিজস্ব।

জাঁকজমকভাবে খেজুরবাগানে ছট পুজা, অংশ নিলেন সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ছট পূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি আগরতলায় খেজুরবাগানস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল সংলগ্ন জলাশয়ের পাড়ে আয়োজিত ছট পূজায় অংশগ্রহণ করেন। ছট পূজায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ও তার সহধর্মিনী নিতি দেব রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, এ-দেশের মা-বোনেরা অন্যান্য পূজার পাশাপাশি ছট পূজায় সূর্যদেবের কাছে এবং গঙ্গা মায়ের কাছে নিজেদের পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। মা যেমন তাঁর সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে থাকেন তেমনি এই উৎসবের মাধ্যমেও মা-বোনেরা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, ছট পূজায় অংশগ্রহণকারী মা-বোনদের ঘরে ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরেও সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে এবং ত্রিপুরাকে এক নতুন দিশা দেওয়ার যে সংকল্প রাজ্য সরকার নিয়েছে তা নিশ্চয়ই সফল হবে। এদিনের পূজা অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডা. দিলীপ কুমার দাস। প্রসঙ্গত, সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায়ও ছট পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগরতলায় খেজুরবাগানে অবস্থিত জলাশয়ে জাঁকজমকভাবে ছট পূজা পালিত হচ্ছে। ছট পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। বিএসএফ-এর জনৈক জওয়ান আত্মঘাতী হয়েছেন। ঊনকোটি জেলার ইরানি থানার অধীন মাগরুলি বিওপিতে কর্মরত বিএসএফ-এর ২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ৪১ বছর বয়সি জওয়ান সাম্বাজি কেশরাও ভেঁসলে নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার রাত আনুমানিক সোয়া দুটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি বিএসএফ-এ হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে বিএসএফ এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি। ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, জওয়ানের আত্মহত্যার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইতিপূর্বে রাজ্যে একাধিক বিএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বিএসএফ-এর স্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, মাগরুলি বিওপিতে কারোর সঙ্গে জওয়ান সাম্বাজি কেশরাওয়ের বিবাদ ছিল না। ওই আধিকারিকের কথায়, শুক্রবার মধ্যরাতে বিওপি-র জওয়ানরা ঘুমিয়েছিলেন। ওই সময় হঠাৎ তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানরা দৌড়ে এসে হেড কনস্টেবল সাম্বাজি কেশরাও ভেঁসলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর সার্ভিস রাইফেলটি পাশেই রাখা ছিল। তিনি জানান, নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকেই ওই জওয়ান মাথায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাদের কূটচালে রিয়াং শরণার্থীদের প্রাণ উষ্ঠাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। শরণার্থী নেতাদের কূটচালে প্রাণ উষ্ঠাগত শিবিরবাসীর। কারণ, খাদ্যের অভাবে জীবনযাপন সংকটাপন্ন অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে শরণার্থীদের। তিন দিন অতিক্রান্ত রিয়াং শরণার্থীদের রাস্তা অবরোধ আন্দোলন। অব্যাহত রয়েছে ১৪৪ ধারা। রিয়াং শরণার্থীরা বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তার দাবীতে অবস্থান বদল করবে না বলে আবারও সাফ জানালেন তাদের নেতা ব্রুনো মিসা। সকাল পাঁচটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত টানা চলছে দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ।

প্রসঙ্গত, গত ১লা অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকদের শহর সুন্দর রাখার দায়িত্ব নিতে বললেন প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। শহরটা আমাদের। একে সুন্দর রাখার দায়িত্বও আমাদের। শহরবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহে আগরতলা শহরের ১০টি জায়গায় ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে, এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে প্রত্যেক নাগরিককে। শনিবার আগরতলা সিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্মার্টসিটি মিশনের আওতাভুক্ত ১০টি ওয়াটার এটিএম-র আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এ-কথা বলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের রাজ্য সচিবালয়, গোর্খাবস্তি, সিটি সেন্টার, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ, ডিমসাগর, রাধানগর, আইএলএস হাসপাতাল, জিবিপি হাসপাতাল, নাগেরজলা, গোলবাজার, এই ১০টি জায়গায় ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

আগরতলায় ওয়াটার এটিএম-এর উদ্বোধন

এদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, স্মার্টসিটির মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয়জল, শৌচালয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলি রয়েছে। পাশাপাশি শহরে সিসি ক্যামেরা, লাইট এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোথাও আটকে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করার ব্যবস্থার দিকগুলিও স্মার্টসিটির মধ্যে থাকবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার আগরতলা শহরে স্মার্টসিটি প্রকল্প রূপায়ণে কাজ করে চলেছে। সাংসদ ভৌমিক আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে ভারতবর্ষের ছোট ছোট রাজ্যের শহরগুলিকে স্মার্টসিটি হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নেন। যেখানে মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার জন্য সব ধরনের সুবিধা পাবেন।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষের একশোটি শহরকে স্মার্টসিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আগরতলা শহর অন্যতম। তাঁর দাবি, স্মার্টসিটি প্রকল্পে আগরতলায় দু হাজার কোটি টাকার কাজ হবে। এর মধ্যে প্রথম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় ১২ লক্ষ টাকার ইয়াবা ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ফের নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। এবার ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তবে নেশাকারবারি বিএসএফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, রাজ্যের ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর আউটপোস্টের ১৪৫ নম্বর

ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি টের পান। তখন তাঁরা পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দেন। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানদের দেখে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ২৬ ◻ ৩ নভেম্বর
২০১৯ইং ◻ ১৬ কার্ত্তিক ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কুর্সির বিরল লড়াই মহারাষ্ট্রে

রাজনৈতিক নীতি আদর্শের বালাই নাই। ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারাই যেন এখন রাজনীতির অভিমুখ। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থেই মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। ফলে, গণতন্ত্রও যেন এখন কথার কথা হইয়া গিয়াছে। হরিয়ানায় সমস্যা না হইলেও মহারাষ্ট্রে বিজেপি শিবসেনার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়া বড় রকমের সংঘাত চলিয়াছে। এই সংঘাতের পথে শিবসেনা অনঢ় হইতে পারিয়াছে এই কারণে যে, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় দলগত শক্তি। একক ভাবে বিজেপি ১০৫টি আসনে জিতিয়াছে জোটসঙ্গী শিবসেনা পাইয়াছে ৫৬টি আসন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এনসিপি জোট পাইয়াছে ১০৪টি আসন। বিজেপি আটকাইতে যদি কংগ্রেস ও এনসিপি শিবসেনাকে সমর্থন করে তাহা হইলে অবিজেপি সরকার গড়া যাইতে পারে। শিবসেনা এইবার এই সুযোগ কাজে লাগাইতে চাহিতেছে। কিন্তু, ইহা অনৈতিক হইবে। কারণ, শিবসেনা ভোট নিয়াছে বিজেপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হইয়া। সরকার গড়িবার ক্ষেত্রে বিজেপিকে নেওয়ায়ই সংগত ও নৈতিক। কিন্তু, ঘটনা অন্যখাতে বহিতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে। ৫০-৫০ নীতিতে এইবার মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবীতে অনঢ় শিবসেনা। কিন্তু, বিজেপিও কোনও অবস্থাতেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব না দিতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছে। বিজেপির প্রভাবশালী নেতা তথা অর্থমন্ত্রী সুধীর মুঙ্গানতিওয়ার স্পষ্টে জানাইয়া দিয়াছেন মহারাষ্ট্রে বিজেপি শাসিত সরকার গড়া সম্ভব না হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হইবে। অন্যদিকে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত বলিয়াছেন 'মহারাষ্ট্রে বিজেপি কে ছাড়াই স্থিতিশীল সরকার গড়ার ক্ষমতা ধরে শিবসেনা। নির্বাচনের আগে সমান সমান বাটোয়ারা নিয়া জোটবদ্ধ হইয়াছিল শিবসেনা। এখন বিজেপি এই অবস্থা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে আমরা মানব কেন?' শিবসেনা যে কংগ্রেস ও এনসিপির সমর্থন নিয়া সরকার গড়িতে যথেষ্ট তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যেই শিবসেনা নেতা এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের বাড়ীতে গিয়া একপ্রস্ত আলোচনা সারিয়া নিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো তাহা স্পষ্ট। বিজেপি দলও রীতিমাতো সমস্যা জর্জরিত। শিবসেনাও এখন বিজেপির মতামতের উপর প্রতিবাদী হইতেছে। এই ঘটনা রাজনীতির আকাশেও বড় ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাসের আশংকা যেন দেখা যাইতেছে।

ঘোড়া কেনাবেচা করিয়া সরকার গড়িবার রেওয়াজ তো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের অলংকার হিসাবে শোভা পাইতেছে। যে দল কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকে সেই দল ঘোড়া কেনাবেচায় সুযোগ পায় বেশী। এই ভাবে আমাদের গণতন্ত্রের গৌরবকে বুটের তলায় পিষ্ট করিতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে তো ঘোড়া কেনা বেচার সরকার চলিতেছে। এই চরম দুর্ভাগ্যের হাত হইতে যে সহসা ভারতবাসীর মুক্তি নাই তাহাও স্পষ্ট। মহারাষ্ট্রে শরিক শিবসেনার 'একগুয়েমির' কাছে বিজেপি সংকটে তাহাও স্পষ্ট। চুক্তি ছিল মুখ্যমন্ত্রী পদে আড়াই বছর করিয়া বসিবে দুই দলের দুইজন। মৌখিক চুক্তির কথাও স্মরণ করিয়াছে শিবসেনা। কিন্তু, এখন বিজেপি পাল্টি খাইল কিভাবে? ইহাতেই কি শিবসেনা সিদ্ধান্ত অবিচল থাকিতেছে। ২৮৮ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বিজেপি একক ভাবে ১০৫টি আসন পাইয়া একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়াতেই সমস্যায় দল। সেই সুযোগও সদ্ব্যবহার করিতেই অনঢ় শিবসেনা। এই শক্তির পিছনে সেই কংগ্রেস এনসিপি জোট। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস এনসিপি জোট শিবসেনাকে সমর্থন দিতে তো এক পায়ে খাড়া হইয়া আছে। কারণ, তুখোর এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার হইতে পিছু হঠিবেন মনে হয় না। যদিও পাওয়ারের দল প্রকাশ্যে বলিতেছেন 'তাঁহারা বিরোধী আসনেই বসিতে চান'। রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কোনও কথা আছে মনে হয় না। সরকার গড়িতে নীতি আদর্শের ধারে কাছেও থাকে না ক্ষমতালিপ্সুরা। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, স্রেফ বিজেপিকে আটকাইবার ধুয়া তুলিয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থাকিয়া সমর্থন দিয়া গিয়াছে সিপিএম। এইবার বিজেপিকে আটকাইতে মহারাষ্ট্রে কি কংগ্রেস ও এনসিপি নতুন রাজনৈতিক ইতিহাস তৈরী করিবে? তবে, বিজেপি নেতা ও অর্থমন্ত্রী সুধীর মুঙ্গানতিওয়ার রাষ্ট্রপতি শাসনের যে হুমকি দিয়াছেন তাহাও উড়াইয়া দিবার মতো নহে। তবে, একথা ঠিক, রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর ঝুঁকি কি কেন্দ্রীয় সরকার নিতে চাহিবে? এই প্রশ্নও উড়াইয়া দিবার মতো নহে।

সময় আসিয়াছে হয়ত মহারাষ্ট্রই পথ দেখাইবে। ক্ষমতার কামড়া কামড়ির পরিণতি কোন পথে আগাইতে পারে তাহাও হয়তো স্পষ্ট হইবে। তবে, শিবসেনার সামনেও বড় ধরনের অগ্নিপরীক্ষা। কারণ বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংঘাতে গিয়া আগামী দিনে রাজনীতির ফায়দা আসিবে না মাশুল দিতে হইবে? এক্ষেত্রে কঠিন রাজনীতির খেলার সমাপ্তি কিভাবে গোটা দেশের দৃষ্টি আছে। দেখিতে হইবে কংগ্রেস এনসিপিকে রুখিতে বিজেপি এখন কি ভূমিকা নিতে চায়। আগেই বলা হইয়াছে রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। বিশেষ করিয়া আজকের অবক্ষয়িত রাজনীতিতে। বিজেপি আজ প্রায় গোটা দেশ শাসন করিতেছে। শিবসেনার তো কার্য্যত মহারাষ্ট্রেই প্রভাব প্রতিপত্তি। অনেকটাই আদর্শগতও ফারাক আছে। সুতরাং বিজেপি এক্ষেত্রে কোন চালে বাজিমাৎ করিবে তাহাই দেখিবার। বিজেপি শিবসেনা জোট অন্তত এই বার্তাই স্পষ্ট করিয়াছেন যে, দেশ সেবা গৌণ, ক্ষমতাই আসল লক্ষ্য। ইহাও স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে রাজনীতিতে নীতি আদর্শ স্রেফ কথার কথা। মহারাষ্ট্রে ক্ষমতার খেলার এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি কোন্ পথে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

রেললাইনে ফাটল, দিঘা-বিশাখাপত্তম এক্সপ্রেস ট্রেন থামালেন রেলের পেট্রোলিং অফিসার

শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২ নভেম্বর (হি.স.): রেলের পেট্রোলিং অফিসারের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা রেল দিঘা-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেসউ শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার তিলারুর কাছে রেললাইনে বড়সড় ফাটল দেখতে পান রেলের পেট্রোলিং আধিকারিকউ সেই সময় দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিল দিঘা-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেসউ সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি দিঘা-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস ট্রেনের চালককে সতর্ক করেন ওই অধিকারিকউ এরপর ব্রেক কষে চালক ট্রেন থামিয়ে দেন। রেল সূত্রের খবর, শনিবার শ্রীকাকুলাম জেলার তিলারুর কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান রেলের পেট্রোলিং আধিকারিকউ তড়িঘড়ি দিঘা-বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস ট্রেনের চালককে সতর্ক করেন ওই অধিকারিকউ এরপর চালক ট্রেন থামিয়ে দেনউ রেললাইন মেরামত করার পর পুনরায় ওই শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

টালা ব্রিজ পরিদর্শনে গেলেন সরকারি প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : শনিবার টালা ব্রিজ পরিদর্শনে গেলেন রেল এবং পূর্তদফতরের প্রতিনিধি দল। নতুন বছরের শুরুতেই ভাঙা হবে টালা ব্রিজ। শুক্রবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে পোস্তায় বিবেকানন্দ সেতুর দুর্ঘটনার পর সেটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হলেও তা কার্যকরী করা যায়নি। কারণ, ঘন বসতিপূর্ণ ওই অঞ্চলে ওরকম নির্মাণকাজ ভাঙতে যে সমস্যা হবে, তা ভেবে এগোনোর ঝুঁকিনিতে পারছেন না ইঞ্জিনিয়ার-আধিকারিকরা। পূর্ত ও রেলের আধিকারিকরা টালা ব্রিজ ভাঙার ক্ষেত্রে কী কী জটিলতা আসতে পারে আজ তা বোঝার চেষ্টা করেন।

আপাতত ঠিক হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে নতুন সেতু তৈরির কাজ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, নতুন ব্রিজ তৈরি করে ফেলতে হবে এক বছরের মধ্যে।

বল্লভভাই ব্যক্তিচরিত্র নন, জাতীয় ন্যারেটিভ

জয়ন্ত ঘোষাল

৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কীভাবে পালন করলেন, সেটা নিশ্চয়ই আপনারা টিভির পর্দায় দেখেছেন। এ বছর হঠাৎ নয়। প্রতি বছর তিনি সর্দারকে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। গুজরাতে কেভাডিয়াতে বিশাল প্যাটেল মূর্তি, যার নাম 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি', তার সামনে দাঁড়িয়ে মোদি সেদিন অখণ্ড ভারতের একতার শপথ নিলেন। দেশজুড়ে প্যাটেলকে স্মরণ করা, তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান, রাজ্যে রাজ্যে পদযাত্রা এবং দৌড়ের কর্মসূচি গ্রহণ করার নির্দেশ পাঠিয়েছে অমিত শাহ-র স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীক। রাজ্য সরকারগুলির কাছেও পাঠানো হয়েছে নির্দেশ। দিল্লি পুলিশের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩১ অক্টোবর সাতসকালে দিল্লিতে 'রান ফর ইউনিটি'-র শুভারম্ভ করে অমিত শাহ 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালন করলেন।

লালকৃষ্ণ আদবানি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন, তখনও তিনি সর্দার প্যাটেলের কথা বারবার উত্থাপন করেছেন। তখন প্যাটেল ভক্ত আদবানিকেও বলা হত 'ভারতের লৌহপুরুষ' ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেই একথা তখন নিয়মিত লেখা হত। সে সময় প্যাটেলকে নিয়ে একটি ফিটার ফিল্ম তৈরি হয়েছিল, আজও মনে আছে। প্যাটেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলিউডের গুজরাতি অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। পরে তো ২০১৪ সালে তিনি লোকসভার বিজেপি সাংসদও হন। সেই ছবিটি ৩০ নম্বর পৃথ্বীরাজ রোডে আদবানির বাড়িতে একদিন তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী দেখলেন স- পরিবার স-বান্ধব। সেদিন দেখেছিলাম, ছবিটি দেখতে দেখতে তাঁর চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল । সর্দার প্যাটেল নিয়ে তাই আজ মোদ এবং অমিত শাহ যা করছেন, তা নতুন কোনও হঠাৎ আবিষ্কৃত বিষয় নয়। এই ভাবনা বোঝা কোনও 'রকট সায়েন্স' বোঝা নয়। আসলে, একদিকে কাশ্মীর সম্পর্কে প্যাটেলের চিন্তাভাবনা, পুলিশের আধুনিকীকরণের ভাবনা, এবং শক্তিশালী ভারতীয় সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে এক শক্তিশালী ভারতীয় রাষ্ট্রগঠন, সংখ্যালঘু তোষণের বিরোধিতা, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য---এসবই চিরকাল 'আরএসএস' তথা সংঘ পরিবারতে আকৃষ্ট করেছে। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেও প্যাটেলের কাশ্মীর দর্শন ও পাকিস্তান সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণের পক্ষে ছিলেন।

তাহলে প্রশ্ন হল, মোদি শাহ জুটি নতুন কী করছেন? এ প্রশ্নের জবাবটাও সহজ। বাজপেয়ী আদবানি প্যাটেলের এই মতাদর্শক শ্রদ্ধা করতেন। বাজপেয়ীর চেয়ে আদবানি এবং আরএসএস নেতৃত্ব 'বেশি প্যাটেলপন্থী' ছিলেন, বরং বাজপেয়ী নিজে জওহরলাল নেহরুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

সেই বিখ্যাত ঘটনাটি বলি, যদি আপনি না শুনে থাকেন। সেটি হল, নেহরু বাজপেয়ীর বক্তৃতা শুনে সংসদের নবীন অটলবিহারীকে একদা বলেছিলেন, 'তুমি একদিন দেশ চালাবে।' আবার '৭৭ সালে 'বিদেশমন্ত্রী' হয়ে বাজপেয়ী যখন সাউথ ব্লকে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যান, তখন মন্ত্রকের কর্মীদের জিজ্ঞেস করেন যে' 'ঢোকার মুখে একটি বড় ছবি ছিল নেহরুর, সেটা কোথায় গেল?' জানা যায়, বাজপেয়ী আসছেন জেনে অতি উৎসাহী কিছু আমলা ওই ছবিটি সরিয়ে দেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, জনসংঘ নেহরু-বিরোধী, তাই ছবিটি বোধহয় সরিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বাজপেয়ী অসন্তুষ্ট হন এবং ছবিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আদবানি কিন্তু 'নেহরু ভক্ত' ছিলেন না। নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দোতলায় ওঠারমুকে প্যাটেলের এক বিশাল ছবি রয়েছে। যদিন আদবানি প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব নিতে আসেন, সেদিন এই ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অনেকক্ষণ প্রণাম জানান এই মানুষটিকে। এই ৩১ অক্টোবর প্যাটেলের জন্মদিনেও ৯৩ বছর বয়সের আদবানি সংসদের সেন্ট্রাল হল-এ যান প্যাটেলের ছবিতে মাল্যদান করতে। সঙ্গে ছিলেন স্পিকার।

তাহলে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ ক্ষমতায় এসে প্যাটেল নিয়ে নতুন কী করছেন? আসলে অতীতে যা ছিল 'ব্যক্তিগত' বা 'সাংগঠনিক' শ্রদ্ধা, মোদি শাহ গোটা দেশে তাঁকে এক 'প্রধান রাজনৈতিক আলেখ্য' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকে বলছেন, নেহরুবাদী দার্শনিক মডেলটির পালটা আলেখ্য প্রতিষ্ঠা করছেন মোদি, যার প্রধান উপজীব্য হল। গান্ধী এবং প্যাটেল। অবশ্য মোদি নিজে একে 'পালটা আলেখ্য' বলেমনে করেন না। তিনি মনে করেন, হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এটাই হল সনাতনি ভারতীয় ন্যারেটিভ বা আলেখ্য। বরং নেহরু '৪৭ সালের পর প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে এদেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি অনেক বেশি ঔপনিবেশিক, অনেক বেশি পাশ্চাত্যপন্থী। স্বাধীনতার আগে, এমনকী, সংবিধান রচনার সময়ও নেহরুর সঙ্গে প্যাটেল বা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রকাশ মালব্য-র মতো নেতার সঙ্গে বহু বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গেও হয়েছে। কিন্তু '৪৭ সালের পর থেকে '৬৪ সাল—অর্থাৎ, নেহরুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নেহরু প্রতিস্পর্ধী মতাদর্শের কণ্ঠস্বর কংগ্রেসের ভিতরও কার্যত অবলুপ্ত হয়ে যায়।

নরেন্দ্রমোদি বলছেন, ৭০ বছর ধরে সনাতনি ভারতীয় আলেখ্যকেই আসলে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীরের গণভোটের যে প্রস্তাব নেহরু দেন, সেস ব্যাপারে প্যাটেলের তীব্র আপত্তি ছিল। প্যাটেল বলেছিলেন, (We should never have gone to the UNO.....at the UNO, not only has the dispute been prolonged but the merits of our case have been completely lost in the interaction of power politics) ৩৭০ ধারা নিয়েও প্যাটেলের বক্তব্য ছিল খুব

স্ট্রং।তিনি কাশ্মীরে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না।

আজ এত বছর পর প্যাটেলের জন্মদিনে এই সাবেকি সংঘ-ভাবনাকে মোদি সরকার বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

প্রথমত, মোদি বিজেপিকে একাই যে সংখ্যায় জেতাতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে অন্য কোনও শরিক দলের ভিন্ন মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাই হচ্ছে না। বাজপেয়ী-আদবানি চাইলেও ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ করার ক্ষমতা দেখাতে পারেননি। বরং মমতা, জয়ললিতা, নবীনবাবু---প্রমুখ নেতার সঙ্গে জোট রক্ষা করতে গিয়ে বাজপেয়ীকে বিজেপির একাধিক কোর ইস্যু থেকে সরে এসে কোয়ালিশন সংস্কৃতি রক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালে মোদি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতাসীন হন, তাতে মোদি সংঘ পরিবারের সাবেকি মতাদর্শের সঙ্গে ডিজিটাল যুগের আধুনিকতাকে মিশ্রিত করেন। ২০১৪ সালের ভোট প্রচারের কর্মসূচিতেও মোদি যে পথ্যাকেজটি তৈরি করেন, তারমূল উপাদান কী কী ছিল? শক্তিশালী রাষ্ট্রবাদ ও শক্তিশালী নেতৃত্ব, হিন্দুত্ব—তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু তোষণের 'মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা'কে জনসমক্ষে তুলে ধরা। আবার, এই রাজনৈতিক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয় দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জোয়ার। ভারতীয়রা সমগ্র দেশেই ধর্মভীরু, জাতপাতভিত্তিক। আজ এত বছর পর মোদি এই মতাদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করছেন সচেতন কর্মসূচির মাধ্যমে। গুজরাতের অনুষ্ঠানে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ প্রতিনিধিরা শুধু এলেন তা-ই নয়, এই পুলিশবাহিনী লেখালেন কীভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে তারা দমন করতে সক্ষম।

প্যাটেল নেহরুকে বলেছিলেন, কোনও এক রাজ্যে প্রচুর মুসলমান, আবার আর এক রাজ্যে জনবহুল সমাজে মুসলমান খুবই অল্প। এই এক এক রাজ্যে এক একরকম জনবসতির চরিত্র ঘোচাতে চান প্যাটেল, কিন্তু নেহরু আপত্তি জানান। তিনি লৌহমানবকে বলেন, মানুষ যেখানে চিরকাল থেকেছে, তা পরিবর্তন করে,হুট করে কোনও একটা অন্য রাজ্যে থাকতে যাওয়া কিন্তু সহজ কাজ নয়। সেটা অনুচিত হয়। নেহরু ও প্যাটেলের চিঠিতে এসব বিবাদ দেখে বোঝা যায়, নেহরু কী চেয়েছিলেন, আর প্যাটেল কী চান।

সে যাই হোক, আজ মোদি যেভাবে গুজরাতের নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সামনে এই প্যাটেল দর্শন তুলে ধরেন, তাতে বোঝা যায় তিনি কী চাইছেন। একদিকে 'এক্তা কি শপথ', অন্যদিকে এদেশে নানা ধরনের 'খান-পান', পৃথক পৃথক রাজ্যে ভিন্ন উৎসব, বিভিন্ন লোকাচার---এই বিভিন্নতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে মোদি সমর্থন করেছেন। তিনি সদ্য সৌদি আরব ঘুরে এলেন। সেখানে তিনি ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, আবার সেই মোদি-র বিজেপিই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই প্যাটেলস্মরণে ঢাকা পড়ে গেল ৩১ অক্টোবর প্রয়াত আর এক প্রধানমন্ত্রী 'ইন্দিরা গান্ধীর বলিদান দিবস'। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো প্যাটেলের মতো একজন কংগ্রেস নেতাকে নিজেদের করে নিচ্ছেন।

(সৌজন্যে- প্রতিদিন)

পুরুষদের শিক্ষাতেও জোর দিতে হবে মুসলিমদের

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় উক্ত জাতির যথার্থ মানবস্পদের সংখ্যাধিক্যের উপর। উন্নয়ন শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র অর্থনীতিগত উন্নয়ন, এটা বুঝলে ভুল হবে। উন্নয়ন বলতে যেমন উন্নত জীবন, শিক্ষা চাকরি সবই তাঁর অন্তর্গত। তেমনি উন্নত মননের অধিকারী হওয়ার অভিজ্ঞানও মানবসম্পদ হয়ে উঠবার লক্ষণ। শুধুমাত্র অর্থশালী হয়ে উঠলেই তিনি মানবসম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবেন, এমনটি একেবারেই নয়। মানবসম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত হবেন। তারাই যাঁরা দেশ ও জাতির কলাণের নেপথ্যে সার্থক অবদান রাখবেন। তিনি নিঃস্ব হলেও অসুবিধা নেই, এক পরিশীলিত মননের অধিকারী হলেই তিনি মানবসম্পদরূপে আখ্যায়িত হবেন। যে জাতি কিম্বা ধর্মের মানুষ নিজেকে বেশি করে পরিশীলিত করতে পারবে, সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

মুসলিম জনসমাজের মধ্যে নারীশিক্ষার জাগরণ ঘটেছে। এই বিষয়টির স্বীকার করতেই হয়। আগেকার দিনে লক্ষ্যগোচর হত ধরুন একজন মানুষের দুটি বাচ্চা, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। অথচ তিনি একটি বাচ্চাকেই পড়াতে সক্ষম। এই পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তি প্রায় সর্বদাই বিদ্যালয় চত্বরে তাঁর পুত্র সন্তানটিকে প্রেরণ করতেন। এই যে ধারা এতদিন ছিল শাশ্বত সত্যস্বরূপ, তার সেই আদালত কিছুটা বদল এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সময় ওইরকম অবস্থায় পড়লে সেই মুসলিম অভিভাবক তাঁর পুত্রসন্তানটিকে আর বিদ্যালয় অঙ্গনে ঠেলে দিচ্ছেন না। এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যালয় প্রেরণের জন্য বেছে নিচ্ছেন কন্যাসন্তানটিকে। নেপথ্যে অনেক কারণ আছে যেমন নারীশিক্ষায় প্রশাসনের তরফ থেকে সে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো বেশ প্রভাব ফেলছে নারীশিক্ষার বহরটিকে বিস্তৃত করতে।

মুসলিম গণসমাজের নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন দৃশ্যমান হলেও পুরুষ শিক্ষার হার খাদের

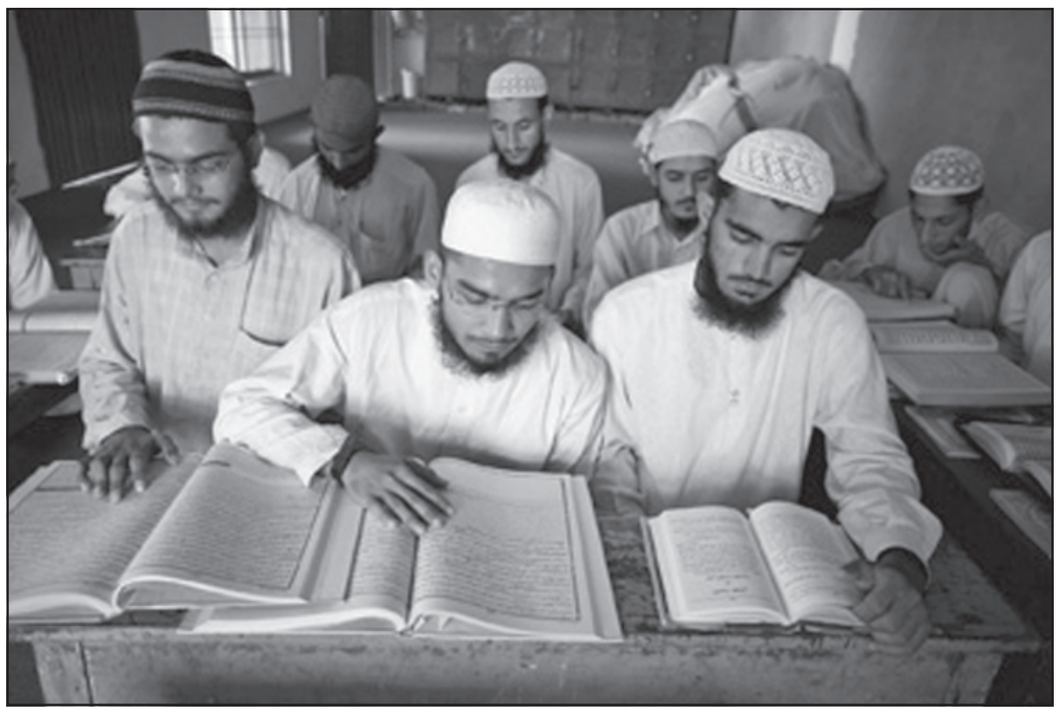

কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের মতো, আলো আঁধারির খেলা চলছে মুসলিম গণসমাজের শিক্ষাপ্রবাহের স্রোতে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে চাইলেন মুসলিম সংখ্যাধিক্য এলাকার বিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই পাঠক বুঝবেন। শিহরিত হতে হয়, বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হাতে গোনা কিছু ছাত্র বাকিরা সকলেই ছাত্র। অল্প যে কয়জন দেখা যায়, সেটাও কিন্তু নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে। উত্তর মাধ্যমিক পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। গ্রামের দিকের অবস্থা ভয়াবহ শিহরণ জাগানোর মতো।

উত্তর মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্বের অবস্থা একেবারেই আশঙ্কাজনক। বিষয়টি হঠাৎ করেই এমন নয়জন । ছাত্রী ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়জন। ছাত্রী ছিল আটজন ছাত্র ছিলাম একমাত্র আমি। মুসলিম গণসমাজ পুরুষ শিক্ষার বিষয়ে এতটা উদাসীন কেন হল? নেপথ্যে এক বা একাধিক কারণ মুসলিম গণমাদের কফিনে পেরেত পুঁতছে রোজ। মূলত মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ মুসলমান গণসমাজকে ক্রমশ শিক্ষার বহর থেকে দূরে রাখবার জন্য ভীষণ রকম দায়ী। বাল্যকাল থেকে একটি কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। অন্তত আমরা যাঁরা মুসলিম পরিবারের প্রথম প্রজন্ম হিসাবে পড়াশুনা করছি। সাধারণত যে সমাজ থেকে আমাদের বেড়ে ওঠা, সেই সমাজের না আছে শিক্ষা, চাকরি কিম্বা বৈভবপূর্ণ অবস্থা। কৃষিকাজ ক্যায়িক শ্রমজাত কর্ম, ছোটখাট ব্যবসার সঙ্গেই সকলের সম্পৃক্ততা। ছোটবেলাতেই দেখেছি শিক্ষার একটা বিপরীত পরিবেশ আমাদের সমাজে ভীষণভাবে সক্রিয়। সত্য কথা বললে একটা হীনমন্যতা, অমূলক অহেতুক আশঙ্কা তাড়া করে ফেরে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। অনেককেই বলতে শুনছি হবেটা কী পড়াশোনা করে? চাকরি হবে? সঙ্গে ব্যাঙ্গের হাসি। খারাপ লাগত প্রশ্ন জাগদো সত্যই আদৌ হবে তো চাকরি। চাকরিটাই কী সব? শিক্ষা শুধুমাত্র চাকরির নিমিত্ত? এই ধারণার বাইরেই বেরোতে পারল না মুসলিম জনগোষ্ঠী। আসলে অধিকাংশ মুসলিম বাবাই অভাবে জর্জরিত, পুত্রসন্তান তাঁর কাছে জাদুর আলোকবাতি। কন্যাসন্তান অর্থ উপার্জন করতে পারে, এমন ধারণা পোষণ করেন না সিংহভাগ গণমানুষ। সেজন্যই পুত্রসন্তানকে বাদ দিয়েই তাঁরা কন্যাসন্তানকে শিক্ষিত করে তুলছেন। ছেলে বাচ্চাটিকে লাগিয়ে দিচ্ছেন সেলাইয়ের কারখানায়, মোটর গ্যারাজে কৃষিকাজে, রাজমিস্ত্রির জোগাড় দিতে। ঘর করার, বোনোদের বিবাহ দেওয়া সব দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। স্কুলে যাওয়া তাঁর সাজে না। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম অশিক্ষিতই থাকছে মুসলিম গণসমাজের পুরুষদের সিংহভাগ অংশ।

শুধুমাত্র নারীশিক্ষার উন্নয়নগত বহর দিয়ে একটি জাতির উন্নয়নের গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার। ফলে মুসলিম গণসমাজের আজও সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়নি। ক্রমশ পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে নিজেদেরকে তাঁরা তুলে ধরছেন। অবস্থার বীষণ রকম পরিবর্তন দরকার। মুসলিম গণসমাজের যাঁরা কর্তাব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁদের দ্বারা মুসলিম কৌম পরিচালিত হয়, তাঁদেরকে দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে। বোঝাতে হবে শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র চাকরি নয়, তার বাইরেও শিক্ষার গুরুত্ব এবং মহত্ব অনেক বেশি গভীর। শিক্ষার প্রবহমান স্রোতের সঙ্গে মুসলমান পুরুষদেরকে সংযুক্ত না করতে পারলে শুধুমাত্র মুসলমান গণসমাজের ক্ষতি হবে, বিষয়টি সংকীর্ণ অর্থে সঠিক। তবে সার্বিকভাবে তা দেশেরই ক্ষতি। দেহের সর্বাঙ্গের সুস্থতার উপর যেমন নির্ভর করে দৈহিক প্রশান্তি তেমনি একটি দেশের সকল জাতির উন্নয়নের উপর নির্ভর করে দেশটির প্রগতি। তাই মুসলমান পুরুষ শিক্ষার হার বাড়ানোর দায়িত্ব সকলেরই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

আমার সততার পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই: রাশেদ খান মেনন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। অবৈধ ক্যাসিনো চলত, এমন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিয়ে সমালোচনার মুখে বর্ষীয়ান বাম নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছেন, তার সততার পরীক্ষা নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শনিবার সকালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ওয়ার্কার্স পার্টির দশম কংগ্রেসের উদ্বোধন পর্বে একথা বলেন তিনি।জুয়ার আখড়া বন্ধে সম্প্রতি র্যাবের অভিযানে ঢাকার মতিঝিলের ইয়ংমেন্স ফকিরাপুলে অবৈধ ক্যাসিনো পাওয়া গিয়েছিল, এই ক্লাবটির সভাপতি হলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মেনন।একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে মেননের এক বক্তব্যের জন্য তার জোটসঙ্গী আওয়ামী লীগের নেতাদের সমালোচনায় সরব হওয়ার মধ্যে ক্যাসিনো চালিয়ে ক্লাবের অবৈধ আয়েও তার যোগসাজশ রয়েছে বলে মন্তব্য আসে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ তাকে একটি আইনি নোটিস পাঠান।গত সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে মেননের সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে নামা জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইউনুস আলীর অভিযোগ, মেনন নিজেই ওই ক্যাসিনো উদ্বোধন করেছিলেন।ক্ষুব্ধ মেনন কংগ্রেসে বলেন,আজকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযানের লড়াই চলছে। আমি আজকে যেহেতু ঢাকা-৮ আসনের এমপি সেই আসন ঘিরেই ক্যাসিনো কাণ্ডের তোলপাড়। মিথ্যা সূত্র উদ্ধৃতি দিয়ে আজকে পত্রিকায় কথা বলা হচ্ছে।আজকে আমার কর্মীদের বলে যেতে চাই, আমার সমস্ত চরিত্র সারা জীবনের অর্জন। আমি আমার জীবনে সৎ ছিলাম, সৎ আছি। আমার সততার পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের ছেলে মেনন গত শতকের ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসেবে ছিলেন ডাকসুর ভিপি। ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি মেনন তারপর থেকে চিনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তিন জোটের নেতা মেনন ১৯৯২ সাল থেকে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে রয়েছেন, এখন তিনি দলের সভাপতি ।সবকাবেব দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের প্রেক্ষাপটে মেনন বলেন, অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তপনা রাজনীতিতে জিম্মি করে ফেলেছে। তার প্রমাণ আজকের শুদ্ধি অভিযান। দুর্বৃত্তদের দমন করা না গেলে তারা নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠবে।অবাধ মত প্রকাশের পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলছি না, আমরা কথা বলতে পারছি না। ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে পার্লামেন্টে নোটিস গ্রহণ করা হয় না। ক্যাসিনো বন্ধের আলোচনা হয় না। এটাই বাস্তব।আজকে সকল মতকে এগিয়ে আসতে দিন। মতপ্রকাশের অধিকার দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করুন ডিজিটাল বাংলাদেশ।

শুরু বাম ফ্রন্টে থাকলেও দেড় যুগ আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলে যোগ দেয় ওয়ার্কার্স পার্টি। এই কারণে দলের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিভক্তি।

এবার কংগ্রেসের আগেও মেননের বিরুদ্ধে আদর্শচ্যুতির অভিযোগ তুলে দল ছেড়েছেন সাত নেতা।তাদের উদ্দেশে মেনন বলেন, আমাদের নৌকায় তুলে দিয়ে এখন তারা বলছেন, তারা নৌকা মানেন না। নতুন ঐক্যের কথা বলছেন। আমি তাদের বলতে চাই, ওয়ার্কার্স পার্টিই একমাত্র প্রাসঙ্গিক বামপন্থি দল।আমাদের কিছু বন্ধু আমার মতাদর্শ বিচ্যুতির কথা বলেছেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের শতবর্ষে কমিউনিস্ট ঐক্যের কথা বলছেন। আমি বলছি, চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে আর যাই হোক,ঐক্য হয় না। কমিউনিস্ট ঐক্য দূরে থাক, কোনো গণতান্ত্রিক ঐক্য হয় না, ঐক্য হয় রাজপথের লড়াইয়ে।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গঠনের পর এ নিয়ে তৃতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মেনন; শেখ হাসিনার গত সরকারে মন্ত্রীও করা হয়েছিল তাকে।

তবে তার আগের সরকারে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব পেলেও দল সায় না দেওয়ায় শপথ নেওয়া হয়নি তার।মেনন বলেন, বিএনপি-জামাত যখন তাণ্ডব চালাচ্ছিল সারা দেশে, সে প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রয়োজনে আমি মন্ত্রিত্ব নিয়েছিলাম। সেটা কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ছিল না।ওয়ার্কার্স পার্টি কৌশল জানে, সে কৌশল হল কোন পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।নীতির প্রশ্নে একদলের বর্জনের মধ্যে শুরু হল রাশেদ খান মেনন নেতৃত্বাধীন ওয়ার্কার্স পার্টির দশম কংগ্রেস।

দুর্নীতি নিয়ে কথা বলা বিএনপি নেতাদের মুখে শোভা পায় না মোহাম্মদ নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, দুর্নীতি নিয়ে কথা বলা বিএনপি নেতাদের মুখে শোভা পায় না।বিএনপি'কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন বাংলাদেশ তো ৫ বার দুর্নীতিতে চাম্পিয়ন হয়েছে। তাই দুর্নীতি নিয়ে কথা আপনাদের মুখে মানায় না। আপনাদের নেত্রী দুর্নীতির কারনে এখন জেলে। তাই আর যাই হোক দুর্নীতি নিয়ে কথা বিএনপি নেতাদের মুখে শোভা পায় না।'

মোহাম্মদ নাসিম শনিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের ২১ তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির প্রস্তুতি উপলক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটিতে মোহাম্মদ নাসিমকে আহবায়ক এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং শিক্ষামন্ত্রী ড় দীপু মনিকে সদস্য সচিব করা হয়েছে।দুর্নীতির কারনে আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে যাবে' বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই একমাত্র নেত্রী যিনি নিজের দল থেকে দুর্নীতি বিরাধী অভিযান শুরু করেছেন। অতীতে এই সাহস কেউ দেখাতে পারেনি।

বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা দুর্নীতিবাজদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনাই এক মাত্র নেত্রী যিনি নিজ ঘর থেকে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল হত্যার বিচার করছেন। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালিন সময়ে কোন হত্যার বিচার করনেনি, বরং খুনিদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে। এই কারনেই আজ তাদের এই অবস্থা। নিজেদের ভুলের কারনে বিএনপি আজ ধ্বংস হতে বসেছে।

অভ্যর্থনা কমিটির বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরে কমিটির সদস্য সচিব ড় দীপু মনি বলেন, আওয়ামী লীগের ২০ তম জাতীয় সম্মেলনে ৫০ এর অধিক বিদেশী মেহমানকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। তবে এ বার ২১তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে কোন বিদেশী মেহমানকে আমন্ত্রন জানানো হবে না।

তিনি বলেন, আগামী বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ পালন করা হবে। সেই অনুষ্ঠানে বিদেশীরা আসবেন, এজন্যই সম্মেলনে কোন বিদেশী অতিথিদের আমন্ত্রন জানানো হবে না।

সভায় আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম ও এডভোকেট কামরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড় শাম্মী আহমেদ, উপ-দপ্তর সম্পাদক ব্যারিষ্টার বিপ্লব বড়—য়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রিয়াজুল কবির কাওছার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, সংসদ সদস্য ডা. হাবিবে মিল্লাত মুন্না প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের এবারের সম্মেলনে থাকছে না বিদেশি অতিথি: নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। আওয়ামী লীগের আগের সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও ২১তম সম্মেলনে কোনো বিদেশি অতিথি থাকছেন না।

শনিবার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সম্মেলন প্রস্তুতির অভ্যর্থনা উপ-কমিটির সভায় এ কথা জানান ওই উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম।

এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, যেহেতু আগামী বছরই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিষয় রয়েছে, সেখানে আমরা বছরজুড়ে নানা আয়োজনে বিদেশি অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাব। তাই সম্মেলনে আলাদা করে কোনো বিদেশি অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।তবে দেশেই বিভিন্ন দূতাবাসে যারা রয়েছেন, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান নাসিম।

উপ-কমিটির সদস্য সচিব ও দলের যুগ্ম মহাসচি দীপু মনি বলেন, আওয়ামর লীগের গত সম্মেলনে ৫০ জনেরও বেশি বিদেশি অতিথি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ২০২১ সালে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানমালায় আরও অনেক বিদেশিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সম্মেলন নিয়ে নাসিম বলেন, সামনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে এবং সংগঠনকে গতিশীল করতেই এবারের সম্মেলন। জনগণই আমাদের শক্তি জনগণই আমাদের শক্তির উৎস। এ ধারাবাহিকতায় জননেত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে যাচ্ছেন।বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন,দুনীতির কারণে বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া জেল খাটছেন। তাদের মুখে আওয়ামী লীগকে নিয়ে সমালোচনা মানায় না। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা নিজের ঘর থেকে দুনীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন এই সাহস কেউ দেখাতে পারেনি।বিএনপি-জামায়াত জোট দেশের মানুষের উপর যে তাণ্ডব চালিয়েছে, অপকর্ম করেছে, তার ফল এখন ভোগ করছে। পাপের ফল ভোগ করছে, পাপ বাপরে ছাড়ে না।

অভ্যর্থনা উপ-কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক শাম্মী আহমেদ, উপ-দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কামরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ।

কারও 'ছায়ার নিচে থেকে' তার দল রাজনীতি করবে না : ফজলে হোসেন বাদশা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। শনিবার সকালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এই কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেছেন, কারও 'ছায়ার নিচে থেকে' তার দল রাজনীতি করবে না।

জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস উদ্বোধন করেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক বাদশা।ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জোটসঙ্গী এই বাম দলের কংগ্রেসে পরবর্তী নীতি-কৌশল যেমন ঠিক হবে, তেমনি নতুন নেতৃত্বও গঠিত হবে।

এই কংগ্রেসের আগেই দলটিতে দেখা দিয়েছে ভাঙন। দল ছেড়েছেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান পলিটব্যুরোর সদস্য বিমল বিশ্বাস। আদর্শচ্যুতির অভিযোগ তুলে কংগ্রেস বর্জন করে আলাদা দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন আরও ছয়জন কেন্দ্রীয় নেতা।এই পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বাদশা বলেন, আমরা কারও ঘাড়ে হাত রেখে রাজনীতি করব না। কারও ছায়াতলে আমরা রাজনীতি করব না। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজস্ব সংগ্রাম ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রাজনীতি করব। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল যে ২৩ দফা দাবির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল, তা কতটা সফল হয়েছে তা পর্যালোচনার সময় এসে গেছে বলেও মন্তব্য করেন বাদশা।তিনি বলেন,দুঃশাসনে মানুষের অনাস্থায় সাম্প্রদায়িক শক্তি অজগরের মতো বিকশিত হয়েছে। দক্ষিণপন্থি শক্তি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। আজকে আরব বিশ্ব বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নিতে নানা ষড়যন্ত্র করেছে। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তারা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদ দিচ্ছে।কংগ্রেসে ২১ দফা দাবি উত্থাপন করা হবে বলে জানান বাদশা।এই সংসদ সদস্য বলেন,সুশাসনের অভাবে লুটেরাদের হাতে জনগণ জিম্মি হয়ে গেছে। অনেক উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে, দুর্নীতি বেড়েছে।এ ২১ দফা হবে বৈষম্যহীন, জনগণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আদর্শের লড়াই। বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।যারা ওয়ার্কার্স পার্টি ছেড়ে গেছেন তারা 'আত্মপ্রবঞ্চনার রাজনীতি করছেন' বলেও মন্তব্য করেন বাদশা।তিনি বলেন, তারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এবারের কংগ্রেসে ৫৮টি জেলা থেকে সাড়ে ৭০০ প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন বলে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতারা জানান।২০০৮ সালের ৭ অগাস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শারিরিক অবস্থা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের বক্তব্যের সাথে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের মিল নেই।তিনি বলেন,খালেদা জিয়া শারিরিক অবস্থার এমন কোনো অবনতি হয়নি যে তাকে বিদেশ পাঠাতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে খালেদা জিয়ার পছন্দের ডাক্তার রয়েছে। সেই মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা বলছেন, খালেদা জিয়ার শারিরিক অবস্থা ভালো আছে এবং সুচিকিৎসা পাচ্ছেন।

ওবায়দুল কাদের শনিবার নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় নতুন বাস্তবায়ন হওয়া সড়ক পরিবহন আইন -এ বিআরটিএ'র কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে গলাবাজি করছে। বিএনপি বারবার আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পরও জনগণ সাড়া না দেওয়ায় আন্দোলনে ব্যার্থ, নেতৃত্বে ব্যর্থ হয়ে তারা এখন নালিশ করছে মানুষের কাছে। নালিশ করা বিএনপি'র একটি রোগে পরিণত হয়েছে।

চলমান শুদ্ধি অভিজান নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে শুদ্ধি অভিযান চলছে। এরইমধ্যে জেলা পর্যায়ে ও তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিদস্যু, মাদক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সম্মেলনে ভূমিদস্যু সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা যাতে কমিটিতে স্থান না পায় সেজন্য তৃণমূলের নেতাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।ওবায়দুল কাদের বলেন, নতুন সড়ক পরিবহন আইন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে দূর্ঘটনাসহ সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে সড়ক পরিবহন আইন পহেলা নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করার জন্য সারা বাংলাদেশে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। আগামী সাতদিন এই সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে। এ সময় কোন পরিবহনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ে না করার জন্য নির্দেশ দেন তিনি।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আমি বিশ্বাস করি সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়িত হলে ক্রমান্বয়ে সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

এ সময় মন্ত্রীর সাথে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান ড় আহসানুল করিম, হাইওয়ে পুলিশের পুলিশের অতিরিক্ত আইজি ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, পুলিশ সুপার মোঃ হারুন-অর-রশিদ সহ বিআরটিএর ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলে এগিয়ে আসুন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়াজাত পণ্য থেকে কাঙ্খিত রপ্তানি আয়ের ল্য অর্জনে আগামী ৫ বছর এখাতে আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প থেকে কাঙি রপ্তানি আয়ের ল্যমাত্রা অর্জনের জন্য আর্থিক প্রণোদনা আরও অন্তত আগামী পাঁচ বছর অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩য় বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর বর্ধিত প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মান ও এলডব্লিউজি সনদ অর্জন উপযোগী কম্পোজিট চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানা গড়ে তোলার জন্য কমপে ১৫০ একর জায়গা বরাদ্দ দেব এবং ইতোমধ্যে আমরা সে জায়গা দেখেছি।তিনি বলেন,সকল রপ্তানি খাতের জন্য সমান সুযোগ ও নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। যে সব বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা হবে।

চামড়া খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ল্য নিয়ে এলএফএমইএবি এবং সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী এই 'সোর্সিং শো'র আয়োজন করেছে।বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প এবং বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাণিজ্য সচিব ড় মো. জাফর উদ্দীন এবং লেদার ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'র (এলএফএমইএবি) সভাপতি সাইফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিদেশি কূটনিতিকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং ক্রেতাগণ, চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দেশের চামড়া শিল্পের অগ্রগতি নিয়ে একটি ভিজ্যুয়াল পেজেন্টেশনও পরিবেশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী আলোচনা পর্ব শেষে বিভিন্ন প্যাভিলিয়ন এবং স্টল ঘুরে দেখেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা রপ্তানিকারকদের সঙ্গে বিশ্বের আমদানিকারকদের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য 'ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি' উপর জোর দিচ্ছে।ফলে, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প গত এক দশকে পাট ও পাটজাত পণ্যকে রপ্তানি আয়ে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত হিসেবে পরিণত হয়েছে। এখন এ খাতের আয় তৈরি পোশাকের পরেই জায়গা করে নিয়েছে,যোগ করেন তিনি।

সরকার প্রধান বলেন, গত অর্থবছরে চামড়া খাত থেকে প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।আমাদের ক্রমবর্ধমান কাঁচা চামড়া সরবরাহের পুরোটাই ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করে রফতানি করতে পারলে আমরা অনায়াসে ২০২২ সালের মধ্যে এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করতে সম হব,বলেন তিনি।

'৯৬ সালে ২১ বছর পর সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাই এবং সেজন্য মানবসম্পদ উন্নয়নকে আমরা গুরুত্ব দেই।তিনি বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হবে ২০২১ সালে। আর ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করবো। আমরা এরই মধ্যে বাংলাদেশকে ুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি আশা করি, ৩য় বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯-আয়োজন এ খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের দেশের বিভিন্ন শিল্পখাতে বিশেষ করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের শিল্পে বিনিয়োগের আহবান জানিয়ে বলেন,বাংলাদেশে বিনিয়োগে যে কোন দেশের চাইতে বেশি লাভবান হবেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার সময়ই জাতির পিতা আশাবাদী ছিলেন যে, আমাদের কৃষিজাত পণ্য চা, পাট এবং চামড়া শিল্পকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে শিল্পায়ন এবং রপ্তানি বাণিজ্যের শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে। একইসঙ্গে শক্তিশালী হবে কৃষিখাত। লাভবান হবেন বাংলার কৃষক। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেমে যায়। পাট, চামড়া শিল্পে ধস নেমে আসে, বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের প্রায় সাড়ে ১০ বছরের শাসনামলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের খন্ডচিত্র তুলে ধরে বলেন, '২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় যেখানে ১০ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল তা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে আমদানি ১৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বর্তমানে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ২৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ।শেখ হাসিনা বলেন,আইএমএফ-এর সর্বশেষ জিডিপি'র র্যাং কিং অনুযায়ী বাংলাদেশ পিপিপি'র ভিত্তিতে বিশ্বের ২৯তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ।তিনি বলেন, আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে। প্রকৃতপে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলারে পৌঁছে গেছে। আমরা স্বল্পনোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে গ্রাজুয়েশর পেয়েছি, যা আমাদের ধরে রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গত অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর থেকে বেশিই হয়তো আমরা অর্জনে সম হব বলেও

ছয়ের পাতায়

বোরহানউদ্দিনের ঘটনা নিয়ে বিএনপি ঘোলা জলতে মাছ শিকারের ষড়যন্ত্র করেছে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০২।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভোলার বোরহানউদ্দিনের ঘটনার সাথে যারা জড়িত তারা কেউ ছাড় পাবে না।তিনি বলেন, বিএনপি বোরহানউদ্দিনের ঘটনার নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে কোন ইস্যু তৈরির সুজোগ দেননি। যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত কেউ ছাড় পাবেনা। ওবায়দুল কাদের বুধবার দুপুরে জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ঈদগাহ মাঠে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি এখন আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচনেও ব্যর্থ। আর যারা অন্দোলনে ব্যর্থ, দেশের ইতিহাস বলে তারা নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারে না। আন্দোলনে বিজয়ীরাই নির্বাচনে জয়ী হয়। বিএনপি ব্যর্থ হয়ে এখন বিভিন্ন ইস্যু খুঁজে বেড়ায়।তিনি বলেন, বিএনপি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে ইস্যু খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের উপর ভর করেও ব্যর্থ হয়। বুয়েটের আবরার হত্যাকান্ড নিয়েও ইস্যু খোঁজার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, অপরাধ অপকর্ম করলে আওয়ামী লীগ তার ঘরের লোকদেরও ছাড় দেয়না এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমান করেছে। নুসরাত হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের উপজেলা সভাপতি ফাসির আদেশে দন্ডিত হয়েছে।যেখানে টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, মাদক, দুর্নীতি, সন্ত্রাস সেখানেই প্রধানমন্ত্রীর এ্যাকশন। কাউকেই তিনি ছাড় দেবেননা।দেশে চলমান শুদ্ধি অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী লোক দেখানো অভিযান চালাচ্ছেননা। তিনি জনগণের চোখের-মনের ভাষা বুঝতে পারেন। তাই মানুষ যাদের কার্যকলাপে অসন্তোষ্টি, যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন। অভিযানে টার্গেট যারা তারা শেখ হাসিনার নিজের ঘরের লোক।

সেতুমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। এখন দরকার জনগণের সাথে ভালো আচরণ। ১০টা উন্নয়ন কোন কাজে আসবেনা যদি একটা খারাপ আচরণ কারো সাথে হয়। খারাপ ব্যবহার উন্নয়নকে ম্লান করে দেয়। দল ভারী করার জন্য খারাপ সুবাধাবাদী লোকদের দলে না ভেড়ানোর জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান তিনি।তিনি বলেন, খারাপ ও সুবিধাবাধী লোক সুসময়ের বসন্তের কোকিল। সময় চলে গেলে কোকিলরাও পালিয়ে যাবে। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান।

উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপির সভাপতিত্বে সমাবেশে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জানা, অজানা অজিতেশ

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: ঝাঁকড়া চুলের এক রোগা ছেলে, মায়াভরা দুটো চোখ নিয়ে এ'শহরে এসে দারিদ্রকে হারিয়ে হয়ে উঠেছিলেন মঞ্চের সম্রাট। ব্যক্তিজীবনেও নিয়মকানুন চুরমার করে দিয়েছিলেন। এরকমই এক শারদ অবকাশে চলেও গিয়েছিলেন হঠাৎ। এক স্মৃতিকথার প্রকাশে তাঁকে ফিরে দেখা। নানা অজানা কথায়।বুঝতে পেরেছিলেন কি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে সে বছর ১৪ অক্টোবরের পরে আর তাঁর জীবনে কিছু পড়ে নেই? না'হলে তাঁর সেই খাতা, যাতে লেখা থাকত অন্তত মাসখানেকের আগাম কর্মসূচির 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট', আর কিছু লেখেননি কেন সেখানে ১৪ অক্টোবরের পর!১৪ অক্টোবর, ১৯৮৩। সেবার পড়েছিল দুর্গাপুজোর অষ্টমী। আর সেদিনই চলে গেছিলেন তিনি এ'পৃথিবী ছেড়ে। ভোররাতে। এক নিদারুণ হার্ট অ্যাটাকে। মাত্রই দু'সপ্তাহ পার হয়েছে তখন, ৫০ বছরের জন্মদিন পূর্ণ হবার। খবর পেয়ে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলের ছেলেরা সাত—আটজন ডাক্তারে ভরিয়ে দিয়েছিল ঘর। কিন্তু ততক্ষণে পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেছে।উড়ে যাবার বা পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে এই মহানটের শেষ বলা কথাটি ছিল, 'আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।' কথাগুলি ডাক্তার আসার আগে যাঁর হাতের মুঠি ধরে অজিতেশ বলে যাচ্ছিলেন, তিনি রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়। অজিতেশের জীবনের শেষ এক যুগের জীবন---সঙ্গিনী। সমাজের অনুশাসন 'তোয়াক্কা' না করে যাঁর সঙ্গে অজিতেশের ঘর বাঁধা ও সহবাস। বেলেঘাটার সিআইটি রোডের দু—কামরার এক ফ্ল্যাটে। বাগবাজার—এর বাড়ি (যে বাড়িতে প্রতিবেশী ছিলেন অজিতেশ আর রত্না) ছেড়ে আসা ইস্তকই এই বাড়িই ছিল অজিতেশের আমৃত্যু বাসভূমি। পি ৮৩এ, সিআইটি রোড, কলকাতা---১০। অজিতেশের শেষ ঠিকানা।সেতুবন্ধনে

'অজিতেশের শেষ ঠিকানা' ঠিক এই নামেই সম্প্রতি একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ পেয়েছে রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যার অনেকটাই প্রকৃত—প্রস্তাবে এক দিনলিপি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক 'জীবন্ত—আগুনের—স্বরলিপি'র সঙ্গে দিনযাপনের দিনলিপি, যা রত্না লিখেছিলেন ডায়েরিতে। সেই সময়েই। একান্তই নিজস্ব স্মৃতিধারণের উপায় হিসাবে। সময় কাটাতেও কিছুটা। সেই ডায়েরি রত্নাদেবীর এক আত্মীয়সূত্রে শঙ্খবাবু (ঘোষ), শমীকবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) হাত ঘুরে অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে। মুখবন্ধ লিখেছেন শমীকবাবু। প্রকাশ করেছে 'থীমা'। মাঝপথে থেমে যাওয়া ডায়েরিকে পরে লিখে অবশ্য আবার সম্পূর্ণ করেছেন রত্নাদেবী। আর সেই বই জুড়ে কত যে না—জানা কথা। যার উন্মোচন এই প্রথম বোধহয়। তার ভেতর প্রেম—দাম্পত্য—অভাব—মৃত্যু এসবেরও অতি---ব্যক্তিগত আখ্যান যেমন, তেমনই উঠে এসেছে অজিতেশের প্রথম জীবনে দারিদ্র—কণ্টকিত লড়াই নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। আবার এসেছে তাঁর নানা নাটকের তৈরি হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর নেপথ্য—বৃত্তান্তও। যেসব নাটক ভেবেও করা হয়নি নানা---সময়ে, আছে তার হদিশও। মৃত্যু যে কতকিছু কেড়ে নিয়ে যায়!এ বই যেন আগাগোড়া নানা অনুন্মোচিত—অজিতেশের নতুন করে প্রকাশ পাওয়া।নাটক করতে এ'শহরে আসেননি অজিতেশ। যাঁর নাম তখন অজিত, শুধু অজিত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরে এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। কলেজে। শ্যামবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ইংরেজি অনার্স—এর ছাত্র অজিত সেসময়। নিজের বাইরের জগতের বই পড়া দিয়ে ছাত্রাবস্থাতেই যে চমকে দিতে পারে কলেজের ডাকসাইটে অধ্যাপকদের। প্রিয়ও হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক তথা সহপাঠীদের কাছে। কালো, বেশ রোগা, ঈষৎ গ্রাম্য চেহারা, মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পরনে ঈষৎ মলিন ধুতি—জামা, কিন্তু চোখ দুটোর দিকে কারোর নজর গেলেই তাকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হবে।এত গভীরতা সেখানে। আর প্রাণচাঞ্চল্য। প্রতিটা কথা বলেন আশ্চর্য উত্তাপে।সে উত্তাপের জোগান কিন্তু আসে শুধু নাটক থেকে নয়। কলেজ জীবনেই নাটকের সূত্রপাত অজিতেশের ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর চিন্তায় আগুন ঠেসে দেয় রাজনীতি। কলেজ তথা কলেজের বাইরে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী তখন অজিত। এতটাই যে কলেজের স্টুডেন্টস ফেডারেশন ছেড়ে তিনি একসময় হয়ে উঠেছেন দমদমে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক। শুধু গণনাট্য সংঘ নয়, করেন শ্রমিক সংগঠনও। ইউনিট গড়তে পাড়ি দেন নতুন নতুন কারখানায়।আর থাকেন? একেবারেই 'শ্রেণিচ্যুত' হবার মতো এক পরিবেশে। রাজাবাজারের ভেতরে এক বস্তিতে। যে খোলার চালের ঘরে বাস, তার দেওয়ালের সবদিকেই স্পঞ্জের মতো ছ্যাঁদা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, চারপাশে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ, পাশেই টিবি রোগীর বাস, এজমালি পায়খানা। ইলেক্ট্রিসিটির কথা ভাবাও এখানে স্বপ্ন! খাওয়া? কোনওদিন অর্থাভাবে এমনও 'পনেরো পয়সা দিয়ে রাজাবাজারের ফুটপাথ থেকে দুটো রুটি আর রুটির সঙ্গে ফ্রি হিসাবে মেলা গরুর নাড়িভুঁড়ির ছেঁচকি।' তারপর পেটের জ্বলুনি কমাতে পাঁচ পয়সা দিয়ে পাতিলেবু কিনে রাস্তার জলে ধুয়ে খাওয়া। এক সময় কলেরা হয়েছে। বস্তির লোকেরা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে।সম্বল বলতে টিউশনি। আর গল্প লিখে একটি পত্রিকা থেকে কিছু পয়সা পাওয়া। গল্প বলতে সেই পত্রিকার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সংস্কৃত গল্পের অনুবাদ। বোঝাই যাচ্ছে ইংরেজি অনার্সের ছাত্র অজিতেশ ভালরকম সংস্কৃতও জানতেন।এই গল্পগুলোর একসঙ্গে করা 'ফাইল' রত্না জানাচ্ছেন তাঁর কাছে আছে, যা কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পরেও অজিতেশ কিছু কিছু গল্প লিখেছেন। সেগুলো মৌলিক। লিখেছিলেন একটি উপন্যাসও। নাম 'ভালো লেগেছিল'। পাশ পেপার ছিল বাংলা আর ইকোনমিক্স। তা ফাইনাল ইয়ারে ইকোনমিক্স পরীক্ষার দিন হাতে একটাও পয়সা নেই খাবার মতো। রাতে না ঘুমিয়ে, ভোর থেকে উঠে পড়ে, বেলা এগারোটা অবধি পড়ে, অর্থনীতির বইটা পুরনো বইয়ের দোকানে বেচে দিলেন অজিত। তারপর সেই পয়সার খানিকটায় পাইস হোটেলে ভাত খেয়ে পরীক্ষা দিতে ঢুকে পড়লেন হলে।এসবের মাঝেই মাঝে মাঝে 'পলাতক' হতেও হত। কখনও বিপক্ষ দলের গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে। কখনও আবার পুলিশের হাতে পড়া থেকে বাঁচতে। পার্টির একটা মিটিং—এ উত্তর কলকাতায় কমল বসুর বাড়িতে আলাপ হয়েছিল জ্যোতি বসুর সঙ্গে। অনেক বছর পরে। তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহু দূরের বাসিন্দা অজিতেশ। অভিনয়ই একমাত্র কাজ। সিনেমা করছেন। পরিচিতি বেড়েছে। বোম্বে আর বাংলার অভিনেতাদের প্রদর্শনী এক ক্রিকেট ম্যাচ। উদ্বোধন করতে এসেছেন জ্যোতিবাবু। মুখ্যমন্ত্রী তখন। শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় জ্যোতিবাবু অজিতেশের হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'আমরা তো পূর্ব—পরিচিত, তাই না?'সেইসব নানা রঙের দিনঅথচ সাধের এই পার্টির সাংস্কৃতিক সেলের সঙ্গেই একসময় বিরোধ তৈরি হল! 'নান্দীকার' তখনও কোনও নিবন্ধীকৃত গ্রুপ থিয়েটার নয়। বরং 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'—এর 'নান্দীকার' শাখা। নাটক বাছা হল ইতালীয় নাট্যকার পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেক্টার্স ইন দ্য সার্চ অফ অ্যান অথর'। বন্ধু রুদ্রপ্রসাদের অনুবাদে যা দাঁড়াল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। প্রযোজনা প্রায় তৈরি। মঞ্চস্থ হবে। কিন্তু গণনাট্য নেতৃত্বের একাংশ আপত্তি তুললেন মুল নাট্যকার সূত্রে। লিইউজি পিরানদেল্লো ছিলেন মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থক। ফলে তার লেখা নাটক কোনওভাবেই সমাজতান্ত্রিক শিবির সংলগ্ন কোনও দল করতে পারে না। করা উচিত নয়। যুক্তি দিল নেতৃত্ব। পাল্টা যুক্তি দিলেন অজিতেশ ও 'নান্দীকার', যে এ নাটকে বঞ্চিত মানুষদের ভাঙাচোরা জীবনেরই কথা। তবু নেতৃত্ব অনড় রইলেন নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে। অনড় থাকলেন অজিতেশও। ফলে নাটক রইল। 'নান্দীকারও থাকল। শুধু গণনাট্যের শাখা হিসাবে আর থাকল না। আর এই এক নাটক সূত্রেই বোঝা গেল এসে গেছেন বাংলা মঞ্চে উত্তর—উৎপল—শম্ভু যুগের আধুনিকতার নতুন ভগীরথ। যিনি একের পর এক বিদেশি নাটক (চেকভ—পিন্টার—ইউনেস্কো—ব্রেখট মায় তলস্তয়) স্থানীকরণে ভরিয়ে দেবে বাংলা নাটকের মঞ্চ। ইংরেজি অনার্সের ছাত্রটি অধ্যাপনায় নয় মঞ্চের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় আধুনিক নাটকের দীক্ষা দেবে বাঙালিকে।কিন্তু সেখানেও বিতর্ক। ১৯৬৪ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় তৈরি হল 'ব্রেখট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। প্রথম সভাপতি সত্যজিৎ রায়। আর এর মুখপত্র 'এপিক থিয়েটার'—এর তৃতীয় সংখ্যায় এই সোসাইটির সভ্যবৃন্দের বয়ানে একটি বার্তা বেরোল, যাতে লেখা কয়েকটি কথা, '... ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুকে দুষ্টব্রণ। সমাজতন্ত্রেই সামাজিক সমস্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ। সংগ্রামী মানুষে বিশ্বাসী সমস্ত বিদেশি নাট্যকার আমাদের নাট্য আন্দোলনের দোস্ত। পিরানদেল্লো, ইয়োনেস্কো, বেকেট, পিন্টার অসবর্ণ এই বিচারে আমাদের নাট্য আন্দোলনের দুশমন।' অর্থাৎ এই বিচারে অজিতেশ চলে গেলেন শত্রুশিবিরে এক খোঁচায়! অনেকেরই ধারণা এই তীব্র বয়ানটি তৈরি করেছিলেন এই সোসাইটির প্রাণপুরুষ উৎপল দত্ত।এর কয়েক বছর পরে অজিতেশও ব্রেখটের নাটক করেন। 'তিন পয়সার পালা'। উৎপলবাবুর ভাল লাগেনি। 'অব্রেখটীয়' লেগেছিল সে প্রযোজনা। এরপর 'ভালোমানুষ'। এবারও সমালোচনাবিদ্ধ অজিতেশ ওই শিবির থেকে। অবশ্য পাল্টা উদাহরণও আছে, উৎপল---নাট্যের সমালোচনা অজিতেশই আগে করেন। সে নাটক ছিল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এর বাইরেও কথা আছে। পার্টি নির্বাচনের সময় অজিতেশকে বলেছিল পথনাটক করতে। তিনি পাল্টা বলেন, 'পেটে বালিশ বেঁধে অতুল্য ঘোষ সাজা তাঁর কাজ নয়।' এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে উৎপল দত্তের মতো পথনাটক করা 'প্রোপাগান্ডিস্ট'দের ক্ষুব্ধ করবেই।কিন্তু সামনাসামনি কেমন ছিল দু'জনের সম্পর্ক? রত্নার এই বইতে তার একটা মজাদার মুহূর্ত পাচ্ছি। একবার দু'জনের দেখা রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে। অজিতেশের সঙ্গে রত্না। রত্নাকে অজিতেশ বললেন উৎপলবাবুকে প্রণাম করতে। রত্না বললেন, 'উনি তো প্রণাম নিতে পছন্দ করেন না।' তবু অজিতেশের কথায় রত্না প্রণাম করলেন। উৎপলবাবুও অস্বস্তি বোধ করলেন। অজিতেশ কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন তিনি উৎপলবাবুকে কতটা শ্রদ্ধা করেন।অসমাপ্ত পাপপুণ্যরত্না ছিলেন অজিতেশের এক সহপাঠী তথা 'নান্দীকার' সঙ্গীর স্ত্রী। দলের ভাঙনের সময়েও এই নাট্যকার---অভিনেতা বন্ধু অজিতের দিকেই ছিলেন। পরে তাঁদের দুই বন্ধুর সংসারেই ভাঙন ধরল যখন ১৯৭২—এর ২২ মার্চ রাতের বেলায় অজিতেশ আর রত্না নিজেদের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। শুধু মাত্র ভালবাসার টানে। শুরু করলেন একসঙ্গে থাকা। সেই বেলেঘাটার বাড়িতে। যেখানে অজিতেশ রত্নাকে বলেছিলেন, 'প্লিজ, জানলা দরজায় পেলমেট লাগিয়ে লম্বা লম্বা পর্দা ঝুলিয়ে আকাশটাকে ঢেকে দিও না।... যেন ঘরের মাঝখানটাতে দাঁড়িয়েও দেখতে পাই বাইরের পৃথিবীটাকে।' আর এই পর্দাহীন ঘরটা থেকেই বেরিয়েছিল অজিতেশের দেহ শেষযাত্রায়। একদিন যে অজিতেশ অন্যভাবে বাঁচতে চেয়ে কোলিয়ারি ছেড়ে এসেছিলেন এ'শহরে। রত্নার তখন মনে পড়েছিল একসময় দীর্ঘদিন পয়সার অভাবে এই বাড়িতে তাঁরা কোনও চেয়ার কিনতে পারেননি। কোনও অতিথি এলে চেয়ার ধার করে আনতে হত প্রতিবেশীদের ঘর থেকে।রত্না বিচ্ছেদ পেয়েছিলেন স্বামীর কাছ থেকে। অজিতেশ পাননি। অজিতেশের মা আর বোনেদের বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল। আর সেদিন দুপুরে রত্না দেখেছিলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে কাঁদতে। অবিকল যেভাবে মঞ্চে তখন কাঁদতেন 'পাপপুণ্য' করতে গিয়ে। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা উচ্চতর আদালতে গিয়েছিল। আর এর কিছুদিনের মধ্যেই তো চলে যান তিনি। সন্ধেবেলা পেশাদার মঞ্চে অভিনয় সেরে এসে। 'এই অরণ্য' নাটকে।ভেবেছিলেন পেশাদার মঞ্চেই আবার ফিরিয়ে আনবেন একটি বড় মাপের নাটক তৃপ্তি মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে। হল না। ভেবেছিলেন দ্রোণাচার্য আর শকুন্তলার গল্পের আধুনিক ব্যাখ্যায় নাটক লিখবেন। হল না। সব ছেড়ে চলে গেলেন সেই মানুষটি, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন সম্রাট ও সন্ন্যাসী।

ধারাবাহিকে প্রসেনজিৎ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কথা রাখলেন। চার মাস আগে 'অলৌকিক না লৌকিক' ধারাবাহিকের শুরুতে বোলপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থেকে বলেছিলেন একটি গল্পে সময় পেলে অভিনয় করবেন। এই ধারাবাহিকের প্রযোজক ও তিনি। কিন্তু পনেরোটা গল্পের পর 'অলৌকিক না লৌকিক'-এর শেষ গল্পে যে তাঁকে পাওয়া যাবে সেটা মনে হয় আগে থেকে কেউই অনুমান করতে পারেননি। বাস্তবের আধারে তৈরি যুক্তিবাদী এই ধারাবাহিকের শেষ গল্প 'জ্যোতিষ'। আর সেখানেই একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন টলিউডের সুপারস্টার। ভবানীপুরের খরগোশ বাড়িতে চলছিল শ্যুটিং। বৃষ্টিভেজা বিকালে সেখানে পৌঁছে এক এক করে সব প্রশ্নের উত্তর মিলল।এর আগেও নির্মাতাদের অনুরোধে ছোটপর্দার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় প্রসেনজিৎকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই তো এই ধারাবাহিকের প্রযোজক। তাহলে রাজি হওয়ার কারণ? 'প্রথম থেকেই সকলেরই আব্দার ছিল। গল্পটাও আমার পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যুগে টিভি, সিনেমা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আবার এটাও সত্যি যে আগে দিনের পর দিন যে ধরনের ছবি করতাম, এখন সেটা না করায় আমার একটা বড় অংশের দর্শকদের আমি বঞ্চিত করছি। তাঁরা কিন্তু নিয়মিত টিভি দেখেন। তাঁদের জন্য এটা আমার উপহার।' কিন্তু এই ধারাবাহিকের টিআরপি আশানুরূপ নয় বলেই কি প্রথম সিজনে ইতি টানতে হচ্ছে? 'একদমই তা নয়। এক বা দেড় বছরের মেগা সিরিয়ালে দর্শক স্থির। তার সঙ্গে এটার তুলনা করলে চলে না। উইক এন্ড ধারাবাহিকে যুক্তিবাদী লেখক প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' বই এর এই ১৬টা গল্প নিয়েই এগনোর পরিকল্পনা ছিল আমাদের। চ্যানেল সাহস দেখিয়েছে, আমরাও চেষ্টা করেছি। এটুকু বলতে পারি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে ভালো ফল পেয়েছি', স্পষ্ট জানালেন তিনি। তাহলে কি এবার সিক্যুয়েলের পরিকল্পনা? প্রসেনজিতের উত্তর, 'ভাবনাচিন্তা চলছে। গল্পগুলো মৌলিক হতে হবে। তাই সময় চাই। সব ঠিক হলে তারপর আমরা কাজ শুরু করব।'শেষ গল্পে প্রসেনজিতের চরিত্রকে রহস্যের আড়ালেই রাখতে চাইছেন নির্মাতারা। সুপারস্টারের কথায়, 'কখনও মনে হবে নেগেটিভ আবার কখনও পজিটিভ। কিছুটা ২২ শে শ্রাবণ ছবির প্রবীর আবার কিছুটা হয়তো 'আ ওয়েডনেসডে' ছবির নাসিরুদ্দিন শাহর মতো।' তবে প্রসেনজিতের চরিত্র দিবাকর সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিলেন শোয়ের সৃজনশীল পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিষী সত্যানন্দ বাবার অনুকরণে এখানে রয়েছে নিত্যানন্দ বাবা।

'এটুকু বলতে পারি প্রসেনজিতের চরিত্রটা যুক্তিবাদী এবং সে বিক্রম ও তার সঙ্গীদের নিত্যানন্দ বাবার মুখোশ খুলতে সাহায্য করবে', জানালেন জয়দীপ। নিত্যানন্দ বাবার চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য (বড়) কে। শ্যুটিং হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে। 'অলৌকিক না লৌকিক' ধারাবাহিকের শেষ গল্প দেখা যাবে আজ ও আগামীকাল স্টার জলসায় রাত সারে ৯টায়।

শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করে বলিউডে সফলভাবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এই অভিনেত্রীরা

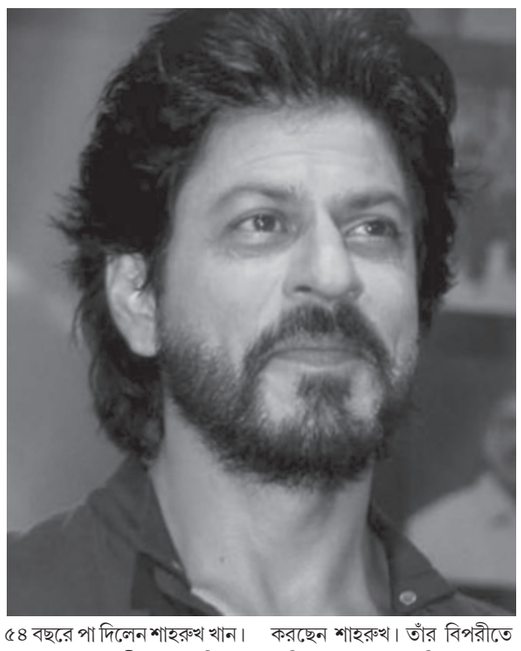

৫৪ বছরে পা দিলেন শাহরুখ খান। শুধু দেশ নয়, সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও শাহরুখের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। স্বভাবতই কিং খানের জন্মদিনে তাঁর ভক্তদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাস। টুইটার থেকে ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বত্র কিং খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট উপচে পড়ছে। বহু বছর ধরেই বলিউডে অভিনয় করছেন শাহরুখ। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করার জন্য মুখিয়ে থাকেন সবাই। এহেন শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করেই বলিউডে কেরিয়ার শুরু করেছেন অনেক অভিনেতা---অভিনেত্রী। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। এই প্রতিবেদনে জেনে নেব সেরকমই ছয় অভিনেত্রীর নাম। শিল্পা শেট্টি: ১৯৯৩ সালে শাহরুখ খান তখন ধীরে ধীরে সুপারস্টার হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। সেই সময়েই মুক্তি পেয়েছিল 'বাজিগর'। বক্স অফিসে অন্যতম হিট সিনেমা ছিল সেটি। শাহরুখের অভিনয় তো সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলই, পিছিয়ে ছিলেন না শিল্পাও। নিজের প্রথম ছবিতেই শাহরুখের বিপরীতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন তিনি। আর তারপর থেকে শিল্পাকে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মহিমা চৌধুরী: ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'পরদেশ' থেকেই বলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন মহিমা চৌধুরী। বিপরীতে ছিলেন 'এসআরকে'। ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করেছিল। ফিল্মফেয়ারে 'বেস্ট ডেবিউ'—র পুরস্কার জিতেছিলেন মহিমা। এরপর দীর্ঘদিন বলিউডের বিভিন্ন সিনেমায় কাজও করেছিলেন তিনি। প্রীতি জিন্টা: ১৯৯৮ সালে 'দিল সে' সিনেমাটিতে প্রথমবার অভিনয় করেছিলেন প্রীতি জিন্টা। উল্টোদিকে ছিলেন সেই শাহরুখ খান। যদিও পরবর্তীতে সেরকম বড় কোনও সিনেমায় অভিনয় না করলেও, সুন্দরী প্রীতি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। শাহরুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও গভীর হয়েছিল। যা কিনা এখনও বর্তমান। দীপিকা পাড়ুকোন: কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনের মেয়ে, তথা বলিউড অভিনেতা রনবীর সিংয়ের স্ত্রী। এসব কিছুর উপরে বলিউড অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিতি বেশি দীপিকা পাড়ুকোনের। সেই দীপিকাই নিজের বলিউড কেরিয়ার শুরু করেছিলেন শাহরুখের বিপরীতে। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমা 'ওম শান্তি ওম'। তাতেই দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন দীপিকা। ফিল্ম ফেয়ারে 'সেরা ডেবিউ'—এর পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। অনুষ্কা শর্মা: ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মারও ডেবিউ সিনেমা ছিল শাহরুখের সঙ্গে। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রব নে বনা দি জোড়ি' সিনেমাটির মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছিলেন অনুষ্কা। সিনেমাটি তো হিট করেইছিল, পাশাপাশি 'বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস' এবং 'ফ্রেশ ফেস অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। মাহিরা খান: পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী মাহিরা খানও ভারতে নিজের প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিং খানের বিপরীতে। 'রইস' সিনেমায়।

একবারেই "খাইকে পান বানারাস ওয়ালা" গেয়ে ফেলেন কিশোর কুমার! জানালেন সমীর

৯০-এর দশক থেকে এখনও অবধি তাঁর রাজত্ব চলছে বলিউডে। সঙ্গীত জগতে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেছেন। ৮-৮০ সকলেই তাঁর গানে মুগ্ধ, তিনি হলেন গীতাকার সমীর। গিনিস ওয়ার্ল বুক রেকর্ডে সর্বাধিক গান লেখার রেকর্ড গড়েছেন এই শিল্পী। "মেরা দিল ভি কিতনা পাগল হে, "মে তো রাস্তে সে জা রাহা থা", "চার বাজ গায়ে লেকিন পার্টি আভি বাকি হে" এই জনপ্রিয় গানগুলি তিনি উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রজন্মের জন্য সমীর গান লিখেছেন এবং মনও জয় করেন। তবে এবার কিশোর কুমারকে নিয়ে তিনি এক অজানা কথা ফাঁস করলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে সমীরের গানের জীবন নিয়ে কথা বলা হয়। কীভাবে তিনি এই জগতে এলেন এবং খ্যাতি অর্জন করলেন সমস্ত কিছুই জানালেন গীতিকার। কিশোর কুমারকে নিয়ে সমীর বলেন, "ডন" ছবির বিখ্যাত গান "খাইকে পান বানারাস ওয়ালা" তিনি একবারেই গেয়ে ফেলেন। এছাড়া কিশোর কুমার তাঁর বাবার লেখা একাধিক গানে নিজের গলাও দিয়েছেন।সমীর জানালেন, "আমার যখন ১৭ ছিল তখন এই গানের রেকর্ড হয় এবং প্রথমবার আমি কিশোর কুমারকে দেখি। সেই গানের রেকর্ড হয়েছিল মুম্বইতে। ওই দৃশ্য আমার আজও মনে আছে। রেকর্ডিং রুমে ছিলেন আমার বাবা, কিশোর কুমার এবং অমিতাভ বচ্চন। সবাই জানতেন, তিনি মজাদার মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তিনি একজন বড় তারকা ছিলেন। তাঁর সাজসজ্জা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে যাই। পরনে লুঙ্গি, চোখে কাজল এবং পায়ে দুই ধরণের চপ্পল ছিল। একটা চপ্পলের সঙ্গে অন্য চপ্পলের কোনও মিল নেই। একটি পায়ে স্ত্রীয়ের চপ্পল পরে আসেন। বাবা যখন তাঁকে গানের কথা বললেন, তিনি সেই লেখাতে কোনও মিল খুঁজে পাননি। এরপর হঠাতই তিনি বললেন, শুধু একবারই পুরো গান গাইবেন এবং মাঝখানে কেউ ভুল ধরার চেষ্টা করবেন না।

কেউ লক্ষীলাভ করলে মিথ্যে কেন রটাতে যাবে", "হাউসফুল-৪"-এর আয় প্রসঙ্গে অক্ষয়

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রত্যাশা ছিল না, তা সত্ত্বেও ১০০ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে অক্ষয়ের "হাউসফুল-৪"। আর তাতেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে বলিপাড়ার অন্দরে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে এই সিনেমার আয়ের হিসাব নাকি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের কাছে।এই বিষয়ে অক্ষয় জানান, "কেউ কোনওদিন তাঁর সিনেমার আয় নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে? আপনারা আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি? আমাকে হতাশ দেখাচ্ছে। আমি এমন সময়কার লোক যখন মানুষ নানা বিষয়ে নানা কথা বলত। আমি তাঁদের কিছু বলেছি কখনও। স্কুলে আমাকে শেখানো হয়েছিল, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।" অক্ষয় আরও জানান, "আপনারা তো সাংবাদিক চাইলেই হল মালিক বা ট্রেড অ্যানালিসিস্টদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। আমি কিন্তু খবরের কাগজে কিছু লিখছি না আপনারাই লিখছেন সবটা। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যখন নিজেরাই লিখছেন নিশ্চয়ই যেনে বুঝে লিখছেন। তাহলে ভুল কী ঠিক আপনারাই বিচার করবেন সেটা।"সাজিদ নাদিদওয়ালিয়ার প্রযোজনায় ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে ১২০ কোটির কাছাকাছি আয় করে ফেলেছে "হাউসফুল-৪"। অক্ষয় ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, পূজা হেগড়ে, কৃতি শ্যানন, কৃতি খারবান্দা, চাঙ্কি পান্ডেকে।

শনিবার আগরতলায় শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বাইশ ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী-সমাজকর্মী বৈজনাথ পাটিল, ৮১ বছর বয়সে জীবনাবসান

বেঙ্গালুরু, ২ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী বৈজনাথ পাটিলউ শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হায়দরাবাদ-কর্ণাটক হোরাতা সমিতি-র প্রেসিডেন্ট বৈজনাথ পাটিলউ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছরউ স্ত্রী, তিন ছেলে এবং দুই কন্যা রয়েছে বৈজনাথ পাটিলেরউ

পরিবার সূত্রের খবর, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী বৈজনাথ পাটিলউ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সম্প্রতি তাঁকে বেঙ্গালুরুর ফর্টিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলউ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় শনিবার সকাল ছ'টা নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী বৈজনাথ পাটিলেরউ পরিবার সূত্রের খবর, রবিবার কালাবুরাগির জন্মভিটেতে বৈজনাথ পাটিলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবেউ

১৯৩৮ সালের ২৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বৈজনাথ সাঙ্গাপ্পা পাটিলউ বিদর জেলার কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেনউ ১৯৮৪ সালে রামকৃষ্ণ হেগড়ে সরকারের আমলে উদ্যানপালন মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন বৈজনাথ পাটিলউ ১৯৯৪ সালে দেবেগৌড়া সরকারের আমলে নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন বৈজনাথ পাটিলউ কল্যাণ কর্ণাটক অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদার জন্য গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বৈজনাথ পাটিলই

নির্বাচিত বিধায়কদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে বিজেপি-শিবসেনার মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটছেই নাউ বরং পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হচ্ছেউ কারণ মহারাষ্ট্রে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৮ নভেম্বরউ তার আগে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে পরিস্থিতি রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে মোড় নিতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুধীর মুনগন্টীওয়ারউ মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে বিলম্ব কেন? এ প্রসঙ্গে শনিবার শিবসেনার প্রবীণ নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'কোনও রাজ্যে সরকার গঠন নিয়ে যদি বিলম্ব হয়ে থাকে, এবং ক্ষমতাসীন দলের একজন মন্ত্রী বলছেন সরকার গঠন না হলে রাষ্ট্রপতি শাসনও জারি হতে পারে, নির্বাচিত বিধায়কদের পক্ষে তা কি হুমকির সমান নয়?

শিবসেনা-বিজেপি দড়ি টানাটানির মধ্যেই এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সঞ্জয় রাউতউ এনসিপি সুপ্রিমোর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে শনিবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'বর্তমানে মহারাষ্ট্রে যে ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এই পরিস্থিতিতে শিবসেনা ও বিজেপি ছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করছেউ'

প্রসঙ্গত, শিবসেনার মতে- মহারাষ্ট্রের মানুষ চান মুখ্যমন্ত্রী হোক তাঁদের দল থেকেইউ এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুধীর মুনগন্টীওয়ার রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রবাসী কোনও নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেননিউ ভোট দিয়েছেন বিজেপি-শিবসেনা জোটকেউ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার গঠন করতে না পারলে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারেউ' আর তাতেই চোটেছে শিবসেনা

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ উত্তপ্ত দিনহাটা

দিনহাটা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা বালাডাঙা গ্রাম। শুক্রবার রাতে সেখানে বোমাবাজির পাশাপাশি প্রায় আটটি বাড়িতে ও একটি দোকানে ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় আহত হয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যার বাবা সহ মোট দু'জন।

এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকালে ব্যবসা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি ভেটাগুড়িতে পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধের জেরে দিনহাটা কোচবিহার সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ।

নাগরাকাটায় হাতির আক্রমণে মৃত ব্যক্তি

নাগরাকাটা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : হাতির আক্রমণ বন্ধ ধরণিপুর চা বাগানে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম রাজেশ সাঁওতাল। বাড়ি বাগানের বাপই লাইনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ৩১সি জাতীয় সড়ক লাগোয়া বাগানের মাঠ বরাবর রাস্তায় তিনি একদল হাতির মুখে পড়ে যান। হাতির আক্রমণে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। এদিন খবর পেয়ে বনদপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মী ও নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, মৃতের পরিবার নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে। কয়েকদিন আগেই ওই বাগান সংলগ্ন রেল লাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল একটি হাতির।

মহিলা ভিক্ষুকের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য হুগলি স্টেশন চত্বরে

হুগলি, ২ নভেম্বর (হি.স.): হুগলি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবন্ধী এক মহিলা ভিক্ষুকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্যউ শনিবার সকালে হুগলি রেল স্টেশন চত্বরে লক্ষ্মী কর্মকার (৫২) নামে ওই মহিলা ভিক্ষুকের অগ্নিদগ্ধ দেহ দেখতে পান যাত্রীরাউ তাঁরাই পুলিশে খবর দেনউ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেউ

ছয়ের পাতায়

গড়িয়ার দিলীপ ঘোষের "চায়ে পে চর্চা", শুনলেন সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা

গড়িয়া, ২ নভেম্বর (হি.স.): গড়িয়ার শীতলাতে "চায়ে পে চর্চা" অনুষ্ঠানে অংশ নিলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ দীলিপবাবু শীতলাতে এসে পৌঁছন। এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চান তিনি। এলাকার সাধারণ মানুষজন পানীয় জলের সমস্যা, নিকাশি সমস্যা, গড়িয়া এলাকায় অটোর দৌরাত্ম্য-সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন দিলীপবাবুর কাছে। সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সেই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সরকার শোভন চ্যাটার্জীর নিরাপত্তা ফেরানোর ঘটনা সম্পর্কে দিলীপবাবু বলেন, 'বিজেপিতে কোনও মানুষের ভয় নেই। তাই বিজেপিতে যখন শোভন এসেছিলেন তাঁর নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তবে এখন তিনি তৃণমূলে যাবেন বলে শুনেছি তাই তাঁর নিরাপত্তা নতুন করে ফেরানো হয়েছে।"''' অন্যদিকে, শোভন চট্টোপাধ্যায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও বার্তা পাননি বলে জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। এদিনের "চায়ে পে চর্চা" অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রত্যেকের জীবনে আনন্দ বয়ে আনুক ছট পুজো : দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব 'ছট পুজো'। ছট অর্থাৎ ছটা বা রশ্মির পুজো। এই রশ্মি হল সূর্যের রশ্মি অর্থাৎ এই পুজো হল সূর্যদেবের। হিন্দুরা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে এই পুজো করে থাকেন। ছট পুজো উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শনিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, "ছট পুজো উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। সূর্য দেবতা, মা পৃথিবী এবং নদীর প্রতি আমাদের ভক্তি প্রকাশের উৎসব হোক এই ছট পুজো। এই উৎসব প্রত্যেকের জীবনে সুখ বয়ে আনুক এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করুক।"

ছট পর্ব সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। মনে করা হয়, মহাভারতে কুন্তির দ্বারা সূর্যের আরাধনা এবং কর্ণের জন্ম থেকেই এই পর্বের সূচনা। আবার এটাও মনে করা হয়, ছট দেবী সূর্য দেবের বোন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সূর্যের আরাধনা করা হয়। প্রাচীনকালে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু, এখন এই প্রদেশের মানুষ যেখানেই থাকেন সেখানেই তারা এই ছট পুজো করে থাকেন।

শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা, রাষ্ট্রপতি শাসন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুধীর মুনগন্টীওয়ার

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বর্তমান বিধানভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৮ নভেম্বরউ তার আগে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি শিবসেনা-বিজেপিউ বরং দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছেউ মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুধীর মুনগন্টীওয়ার আবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার গঠন করতে না পারলে, মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারেউ' আর তাতেই বেজায় চটেছে শিবসেনাউ নিজের বক্তব্যে এখনও অনড় বিজেপি নেতা সুধীর মুনগন্টীওয়ারউ শনিবার তিনি বলেছেন, 'আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নির্ধারিত সময়ে সরকার গঠন না হলে কী হতে পারে? আমরা শুধুমাত্র উত্তর দিয়েছিলাম, সংবিধানের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনও জারি করা হতে পারে।

বিজেপি নেতা আরও বলেছেন, 'ধরুন, যদি কোনও শিক্ষক পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দেন, তবে তা কি হুমকি হিসেবে নেওয়া হবে?' প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুধীর মুনগন্টীওয়ার রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, 'মহারাষ্ট্রবাসী কোনও নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেননিউ ভোট দিয়েছেন বিজেপি-শিবসেনা জোটকেউ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার গঠন করতে না পারলে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে।

জগদ্ধাত্রী ও ছটপুজোকেও জনসংযোগের হাতিয়ার করছে বিজেপি

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর মত জগদ্ধাত্রীপুজো এবং ছটপুজোকেও জনসংযোগের হাতিয়ার করছে বিজেপি। গতকালের মত শনিবারও দলের কিছু নেতা-কর্মী এ কারণে বিভিন্ন সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় চন্দননগরের চালপট্টিতে জগদ্ধাত্রী (আদি মায়ের) পুজোর উদ্বোধনের পর অদূরে কাপড়পট্টির মেজ মায়ের পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার তাঁর ১১টায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমতলার গাববেরিয়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করার কথা। এর পর ৩টায় তিনি যাবেন বাবুঘাটে ছট পূন্যার্থীদের সমাবেশে। বেলা দুটোয় হাওড়া তেলকল ঘাটে দলের অন্যতম জাতীয় মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হুসেন এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সিং, সাড়ে তিনটায় শোভাবাজার ঘাটে দলের রাজ্য সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন ছট পূন্যার্থীদের কাছে। কাল সন্ধ্যায় বিছেপি-র কেন্দ্রীয়

ছয়ের পাতায়

রবীন্দ্র সরোবরের দু''টি দরজার তালা ভাঙল বহিরাগতরা, ছট পুজোর দিন উত্তেজনা

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): ছট পুজোর সকালে রবীন্দ্র সরোবরের দু''টি দরজার তালা ভাঙল বহিরাগতরা। অভিযোগ, প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের গালিগালাজ করে শনিবার সকালে রবীন্দ্র সরোবরের দু''টি দরজার তালা ভাঙে বহিরাগতরা। পরিবেশকর্মী এবং রবীন্দ্র সরোবর সংরক্ষণ কমিটির সঙ্গে যুক্ত সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "সরোবরের একাধিক গেটে ঝামেলা হয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তার অভাবেই এমন ঘটনা ঘটেছে।"''' পরিবেশকর্মীদের দাবি ছিল, কোনওভাবেই ছট পুজো রবীন্দ্র সরোবরে করতে দেওয়া যাবে না। পরিবেশ কর্মীদের দাবি মেনে দক্ষিণ কলকাতার এই বিখ্যাত সরোবরে ছট পুজো করা যাবে না বলেই নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় বিহারি সমাজের সভাপতি মণিপ্রসাদ সিং 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমরা আবেদন করেছিলাম সবাই যেন সরকারি নির্দেশ মেনে চলেন। এর মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গিয়েছে। সবাইকে তো আমরা সামলাতে পারব না! নিষ্ঠাবান বিহারিরা উপবাস করে হামলা করতে পারে না। তবে, দুপুরে আমি রবীন্দ্র সরোবরের অবস্থা দেখতে যাব।"'''

আগেই পুলিশ-প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, ৪০ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে রবীন্দ্র সরোবর। যা একেবারে নজিরবিহীন। শনিবার ছটপুজো। ফলে যাতে কোনওভাবে রবীন্দ্র সরোবরকে ব্যবহার না করা হয় তাই এই নির্দেশ। ঘোষণা হয়, শুক্রবার রাত আটটা থেকে রবিবার বেলা বারোটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রবীন্দ্র সরোবর। সরোবরের বিভিন্ন দিকের মোট ১৫টি প্রবেশ পথে এই নির্দেশিকা লাগানো হয়। কারণ, গ্রিন ট্রাইবুন্যালের কড়া নির্দেশ ছটে ব্যবহার করা যাবে না সরোবর। সেই অনুযায়ী রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো হবে না জানিয়ে নোটিসও দেয় কলকাতা পুরসভা। অন্যান্য কোনও ঘাটে ছট পুজো করা যেতে পারে তাও উল্লেখ করে দেওয়া হয় ওই নোটিসে। এমনকি শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পার্কে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু, শনিবার সকাল থেকে এই নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করেই তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, জোর করে একদল যুবক রবীন্দ্র সরোবরের তিন নম্বর এবং মাদার ডেয়ারি গেটের তালা ভেঙে দেয়। ছিঁড়ে ফেলা হয় কলকাতা পুরসভার নিষেধাজ্ঞার নোটিসও। প্রাতঃভ্রমণকারীরা বাধা দিতে যায় তাতে। এ নিয়েও হয় বচসা, উত্তেজনা।

দূষণে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি দিল্লিতে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ফের খোঁচা জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতেউ দূষণ জ্বালায় জ্বলছে চোখ, হচ্ছে কাশিউ সকাল থেকেই দূষণের চাদরে ঢাকা রাজধানী দিল্লি-এনসিআরউ 'ভয়াবহ অবস্থা' দিল্লির পার্শ্ববর্তী নয়ডাতেওউ নয়ডায় শনিবার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৫১উ সকালের ঘন কুয়াশা দিল্লির দৃশ্যমানতাকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছেউ দেরিতে চলাচল করেছে একাধিক ট্রেনউ পূর্ব দিল্লি পৌরনিগমের পক্ষ থেকে দিল্লির গীতা কলোনিতে শনিবার সকালে রাস্তায় জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, দূষণ থেকে বাঁচতেউ তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি এখনও 'ভয়াবহ'উ দিল্লির দূষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, 'সমস্যার সমাধান না করে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দোষারোপের খেলা খেলছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনকউ বিজ্ঞাপনের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা খরচ না করে, দিল্লি সরকার যদি ওই টাকা পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের জন্য ব্যয় করে, তবে তা খুবই উপকারী হবে।

দিল্লিতে একদিকে দূষণ বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে হরিয়ানা ও পঞ্জাবে পোড়ানো হচ্ছে খড়উ ফলে দূষণ আরও বাড়ছেউ শনিবারও হরিয়ানার কৈথাল জেলায় খড় পুড়তে দেখা যায়উ যদিও, কৈথাল জেলার কৃষি ডেপুটি ডিরেক্টর জানিয়েছেন, 'খড় পোড়ানোর জন্য ১৩৩ জন কৃষকের নামে চালান কাটা হয়েছেউ এ বছর কৈথালে খড় পড়ানোর প্রবণতা ৬০ শতাংশ কমেছেউ জরিমানা না দিলে ওই সমস্ত কৃষকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে।

ফের সাফল্য কাশ্মীর উপত্যকায়, বারামুল্লায় গ্রেফতার কুখ্যাত লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর, কাশ্মীর উপত্যকায় ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে লস্কর-ই-তৈইবা (এলইটি) জঙ্গি সংগঠনের কুখ্যাত এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীউ ধৃত লস্কর সন্ত্রাসবাদীর নাম হল-ড্যানিশ আহমেদ চান্না।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে শনিবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গি সংগঠনের একজন সন্ত্রাসবাদীকেউ ধৃত সন্ত্রাসবাদীর নাম হল-ড্যানিশ আহমেদ চান্নাউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ কাশ্মীর উপত্যকায় একাধিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল ড্যানিশ।

হরিয়ানায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা হলেন ভূপেন্দ্র সিং হুডা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপিকে টক্কর দিতে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডার উপরেই আস্থা রাখলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। শনিবার তাঁকে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী।

হরিয়ানায় সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জোর টক্কর দিয়েছেন ভূপেন্দ্র সিং হুডা। মূলত তাঁর কাঁধেই ভর করে রাজ্য রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। এর পুরস্কার স্বরূপ রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হুডাকে। শনিবার পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে ভূপেন্দ্র সিং হুডার নাম বেছে নিলেন সোনিয়া গান্ধী। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে গুলাম নবি আজাদ তার নাম ঘোষণা করেন।

হরিয়ানায় কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক মধুসূধন মিস্ত্রী জানিয়েছেন নবনির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়কেরা চেয়েছিলেন দলের পরিষদীয় দলনেতা পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক কংগ্রেসের জাতীয় সভানেত্রী। সেই অনুসারে ভূপেন্দ্র সিং হুডাকে বেছে নিলেন সোনিয়া গান্ধী। এদিন গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের প্রদেশ সভানেত্রী কুমারী শৈলজা এবং ভূপেন্দ্র সিং হুডার নেতৃত্বে কম সময়ে হরিয়ানায় ভাল ফল করেছে কংগ্রেস।

উল্লেখ করা যেতে পারে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ৪০, কংগ্রেস ৩১, জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি) ১০, আইএনএলডি এক, হরিয়ানা লোকহিত পার্টি এক এবং সাতটি আসন পেয়েছে নির্দল। নির্দল এবং জেজেপি-কে সঙ্গে নিয়ে জোট করে ক্ষমতায় আসে বিজেপি।

মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সিউড়িতে

সিউড়ি, ২ নভেম্বর (হি. স.) : মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বীরভূমের সিউড়িতে। শনিবার সাত সকালে শঙ্কর দাস নামে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার বীরভূমের সিউড়ি বোলপুর রাস্তার ইন্দ্রগাছা গ্রামের মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামেই শ্বশুরবাড়ি শঙ্কর দাসের। তার নিজের বাড়ি বোলপুরের লাইক পাড়ায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, প্রায় প্রত্যেক দিনই সে মদ্যপান করতেন আর স্ত্রীর সাথে বচসায় জড়াতেন। গতকাল দুপুরবেলা একই ঘটনা ঘটে। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, রাতে আর বাড়ি ফেরেন নি। বাড়ির লোক ভেবেছিল মদ্যপ অবস্থায় কোথাও রাত্রি বাস করছে সে। এরপর এদিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গ্রামে।

আত্মীয়দের দাবি কারোর সাথে শত্রুতা ছিল না শঙ্করের, কিভাবে তার মৃত্যু হল বুঝতে পারছেন না তারা। শঙ্কর দাসের মাথায় ও কপালে সামান্য আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান

ছয়ের পাতায়

শিক্ষক শিক্ষিকারা কতটা সামর্থ শিশুদের মন বুঝতে, উঠছে প্রশ্ন

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.) : কথায় বলে বিদ্যালয় শিশুদের দ্বিতীয় বাড়িউ তাই সেখানে থাকা অভিভাবক অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভুমিকা সেই শিশুদের জীবনে অনেকটাউ শ্রেণিতে একটা শিশু কতটা মনোনিবেশ করছে বা কতটা অন্যমনস্ক থাকছে তা দেখার দায়িত্ব যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরউ তেমনই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার দায়ও অনেকখানিই বর্তায় এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরউ কিন্তু এই পথ প্রদর্শকরা কতটা সক্ষম ছোট ছোট শিশুদের মন বুঝতে? কিংবা আদৌ কি তাঁরা সক্ষম? সেই বিষয়ে শনিবার এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ফর্টিস হেলকেয়ারের তরফ থেকেউ

এদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এক শিক্ষিকা জানান, তাঁর এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তাঁর ক্লাসের এক ছাত্র অতিরিক্ত মাত্রায় অনলাইন গেম খেলায় আসক্তউ এমনকি সেই ছাত্র ভোর রাত তিনটে থেকে গেম খেলতে থাকেউ পাশাপাশি ওই শিক্ষিকা যোগ করেন, যদিও সেই ছাত্র পড়াশোনায় খুবই ভালোউ কিন্তু এই আসক্তির ফলে তাঁর মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছেউ এর উত্তরে ফর্টিস হেলকেয়ারের ডিরেক্টর ডঃ সমীর পারিখ জানান, "ওই ছাত্রকে স্যোশাল মিডিয়ার খারাপ দিক বোঝালে সে বুঝতে চাইবে নাউ বরং তাঁকে বোঝাতে হবে সেই অনলাইনে মজে থাকার ফলে বাস্তব জিনিসে কি কি পাচ্ছেনাউ" সমিরবাবু আরও জানান, "ওই ছাত্রকে বোঝাতে হবে সেই গেম খেলায় মজে থাকার জন্য তার বন্ধুদের সাথে মজা করতে পারছেনা, তাঁদের সাথে খেলতে পারছেনাউ তাঁকে বাস্তব জীবনের প্রতি আকর্ষন করে ভার্চুয়াল জততের মোহো কাটাতে হবেউ আর এই কাজ একমাত্র করতে পারবেন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরাউ" তবে এই প্রক্রিয়া যে বেশ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ তা তিনি স্বীকার করে নেনউ

গ্রেস লিং লিয়াং স্কুলের ভূগোল শিক্ষিকা অস্মিতা ঠাকুরউ তিনি জানাচ্ছেন, "তাঁর অভিজ্ঞতায় এটা প্রায়ই হয়েছে যে ক্লাসে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী পড়ানোর সময় নিজের কাজই করে যাচ্ছেউ কোনোভাবেই পড়া শুনছেনাউ এমন তার হাবভাবও স্বাভাবিক আর পাঁচটা বাচ্চার মত নয়উ সেক্ষেত্রে বাচ্চাটির অভিভাবককে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি একটা কাউন্সেলিং করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়উ" ওই শিক্ষিকা আরও জানান, "কাউন্সেলিং করানোর কথা বললেই অনেক অভিভাবক ঘাবড়ে যানউ বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেননাউ বা বিষয়টিকে এড়িয়ে যানউ এখানের এই কর্মশালার পর এবার আমরা স্কুলে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে আরো ভালো ভাবে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবউ"

একই সুর শোনা গেল গুরুবচন সিং সন্ধি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার গলাতেওউ তাঁর কথায়, " স্কুলে এত বাচ্চা থাকায় সবার দিকে সমান ভাবে নজর দেওয়া হয়ে ওঠেনাউ কিন্তু তার মধ্যেই কাউকে দেখে সামান্য কিছু অস্বাভাবিক মনে হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অভুভাবকদের সাথে যোগাযোগ করিউ" এদিনের কর্মশালায় যে তাঁরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন সে কথা জানাতেও ভুললেননা তিনিউ

মানসিক স্বাস্থ্যের দরুন একজন মানুষ তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং তার চারপাশে থাকা অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত হতে বা একাত্ম হতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই দক্ষতার জোরে মানুষ তার জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জকেও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা বা অস্বাভাবিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। এই কথা জানিয়ে ডঃ সমির পারিখ বলেন, "অভিভাবকদের বাচ্চাদের সময় দিতে হবেউ সেক্ষেত্রে বাবা মায়েরা কর্মরত হলে সমস্যা নেইউ কিন্তু দিন শেষে তাঁরা বাচ্চাদের সাথে কতটা ভালো সময় কাটাচ্ছেন সেটাই দেখার"উ একই সাথে বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর ওই সময়টায় মোবাইল, টিভিকে দুরে রেখে বরং তাঁদের আগ্রহ, পড়াশোনা বা খেলাধুলা নিয়ে আলোচনাকেই জোর দিচ্ছেন তিনিউ

ইতিমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা "হু" মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অত্যন্ত ইতিবাচক দিক দিয়ে বিচার করেছে। তাদের মতে স্বাস্থ্য হল শরীর, মন এবং সমাজের ভাল দিকগুলির মেলবন্ধন। এই ভাবনার সঙ্গে রোগ বা দুর্বলতার দিকটি যুক্ত নয়। "হু" আরও বলেছে যে, সুচিন্তার অধিকারী মানুষ তার দক্ষতা বাড়াতে সব সময়ই সচেষ্টউ এই দক্ষতাই তাকে জীবনের বিপর্যয়গুলির মোকাবিলা করে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করেউ পাশাপাশি সে উৎপাদনশীল কাজেও নিজেকে নিয়োগ করতে পারে।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত মালদহের শ্রমিক

মালদহ, ২ নভেম্বর (হি. স.) : ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মালদহের শ্রমিকের। ঘটনায় শনিবার সকাল থেকে শোকের ছায়া নেমেছে মালদহ জেলা জুড়ে। জানা গিয়েছে, ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে ফের মালদহ জেলার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে ফের মৃত্যুর খবর গ্রামে চাউর হতেই এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃত ওই শ্রমিকের নাম শেখ তাজুল(৪২)। বাড়ি মালদহ জেলার রতুয়া-১ ব্লকের ভাদো এলাকায়। গত কুড়িদিন আগে তিনি মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন ঠিকাশ্রমিকের কাজ করতে। সেখানে সে পুরোনো বিল্ডিং ভাঙার কাজে নিযুক্ত ছিল। সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো গত মঙ্গলবারও কাজে বেরিয়ে ছিল শেখ তাজুল। মুম্বইয়ের একটি চারতলা বিল্ডিং'এ কর্মরত অবস্থায় ওই বিল্ডিং থেকে পরে যায় সে। তড়িঘড়ি করে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে ওখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হলেও সব ঝামেলা মিটিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেখ তাজুলের কফিনবন্দি মৃতদেহ এসে পৌঁছায় তার মালদহের বাড়িতে। কফিন বন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

হানিপ্রীতের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ধারা প্রত্যাহার

পাঁচকুলা, ০২ নভেম্বর (হি.স.) : দেশদ্রোহিতা ধারা তুলে নেওয়া হল হানিপ্রীতের বিরুদ্ধে। শনিবার ২০১৭ সালে পাঁচকুলার হিংসার মামলার শুনানি ছিল পাঁচকুলার একটি স্থানীয় আদালতে। সেখানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজির করা হয়েছিল ডেরা সাচ্চা সৌধের প্রধান গুরমিত রামরহিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রিয়াঙ্কা তানেজা ওরফে হানিপ্রীতকে। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সঞ্জয় সংধীর অভিযুক্ত হানিপ্রীত সহ এই হিংসার ঘটনায় জড়িত ৩৯ জনের বিরুদ্ধে থাকা দেশদ্রোহিতার ধারা প্রত্যাহার করে নেন।

দেশদ্রোহিতার ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও হানিপ্রীত সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১৬, ১৪৫, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩ আর ১২০বি ধারায় মামলা চলবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ধর্ষণকাণ্ডে গুরমিত রামরহিমের দোষীসাব্যস্ত হওয়ার পর হিংসার পরিস্থিতি দেখা যায় পাঁচকুলায়। আধা সেনা এবং পুলিশবাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে গুরমিত রামরহিমের অনুগামীদের সঙ্গে। হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনে হানিপ্রীতের হাত ছিল। সেই অনুযায়ী তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বর্তমানে আম্বালার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি হানিপ্রীত। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় পঞ্জাব এবং হরিয়ানার আদালত। এর আগে ২০১৮ সালে সেশন কোর্টও তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল।

দান্তেওয়াড়ায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ এক মাওবাদীর

দান্তেওয়াড়া(ছত্তিশগড়), ২ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কুখ্যাত এক মাওবাদী। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর নাম বামান মানডাভি। বয়স ২৬। মাওবাদের প্রতি অনাস্থা থেকেই তার এই আত্মসমর্পণ বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা।

দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লভা জানিয়েছেন, ২০১০ সালে মাওবাদীদের দলে নাম লেখান বামান মানডাভি। দান্তেওয়াড়া এবং সুকমায় যৌথবাহিনীর উপর হামলা সঙ্গে জড়িত ছিল বামান। তাঁর মাথার দাম ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনের তরফে রাখা হয়েছিল। ২০১৪ সালে সুকমায় তাহাকওয়াডা গ্রামে সিআরপিএফের জওয়ানদের উপর হামলায় যুক্ত ছিল। সেই হামলায় ১৬ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ। ২০১৫ সালে দান্তেওয়াড়ার মেইলওয়াডায় মাওবাদীদের হামলায় সাত সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন, তাতেও যুক্ত ছিলেন বামান। সম্প্রতি মাওবাদীদের কাটেকল্যাণ এরিয়া কমিটির ২৬ নম্বর প্ল্যাটুনের সেকশন কম্যাণ্ডার হিসেবে কাজ করছিল বামান।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আত্মসমর্পণ করার ফলে তাকে দশ হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন নীতি মাধ্যমে তাকে যাবতীয় সহযোগিতা করা হবে। গত মাসে ২৮ জন মাওবাদী দান্তেওয়াড়ায় আত্মসমর্পণ করেছিল।

তৃণমূল নেতা

আটের পাতার পর

পুলিশকে জানালে রাতে কেদারের বাড়িতে সিভিক ভলেন্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশ নিয়ে তল্লাশিতে যান সন্দেশখালি থানার মেজবাবু। তখনই তাদের উপরে বোমা ও গুলি চালায় কেদারের দলবল। পুলিশের উপরে গুলি চালানোর অভিযোগে কেদার সরদার ও লাল্টু সরদারকে গ্রেফতার করে শনিবার বসিরহাট আদালতে পাঠায় পুলিশ। ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রবীন্দ্র সরোবরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বিহারী সমাজের প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রবীন্দ্র সরোবরে প্রবেশের দায়ে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুললেন পরিবেশবাদীরা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুপুরে ঘটনাস্থলে যান রাষ্ট্রীয় বিহারি সমাজের প্রতিনিধিরা।

শনিবার সাতসকালে সরোবরের গেট ভাঙার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশ। আবারও তিন নম্বর গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র সরোবরের প্রতিটি গেটেই মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রতিদিন সকালে সেখানে হাঁটেন পরিবেশবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন পর্যাপ্ত পুলিশ সেখানে আগাম মোতায়েন হয়নি?

রাষ্ট্রীয় বিহারি সমাজের সভাপতি মনি সিং 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "যারা গেট ভেঙেছে তারা কোনও সাধারণ বিহারি নন। বিজেপি জেলা সভাপতির ফলক লাগানো গাড়ি করে এসে ওরা গেটের তালা বেঙে ভিতরে ঢোকে।"

প্রতি বছর শীতেই ভিন দেশের বহু পাখি ভিড় জমায় রবীন্দ্র সরোবরে। তাই পরিবেশপ্রেমীদের দাবি নানা পাখির ভিড়ে ঠাসা রবীন্দ্র সরোবরে কোনওভাবেই ছট পুজো করতে দেওয়া চলবে না। কারণ, ছট পুজো করতে দেওয়া মানেই তাতে যেমন দূষিত হবে সরোবরের জল। আবার তেমনই বাজি ফাটানো এবং ডিজে বাজানোর জেরে শব্দদূষণও হবেই। তাতে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা হবে পাখিদের। গত বছরই এমন ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছিল সরোবরকে। তার ফলে সময়ের বহু আগেই পরিযায়ী পাখিরা সরোবর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই চলতি বছরও আদালতের দ্বারস্থ হন পরিবেশ কর্মীরা।

রবীন্দ্র সরোবরের বিকল্প ঘাটের বন্দোবস্ত করেছে কলকাতা পুরসভা। সিমেন্টে বাঁধানো পাকা ঘাট, পারের দু'ধারে চওড়া চাতাল, তার পাশে পোশাক বদলের অস্থায়ী ঘর, শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা। ছটপুজোর জন্য বত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটুলি ও নোনাডাঙার ঝিলে চারটি নতুন ঘাট তৈরি করা হয় পুরসভা এবং কেএমডিএ-এর উদ্যোগে। ঘাটের সর্বত্র লাগানো হয়েছে পর্যাপ্ত আলো। ফুল-মালা ফেলার জন্য করা হয়েছে আলাদা জায়গা। শুধু এই চারটি ঘাটই নয়, ছটপুজোর জন্য শহরের আরও ১৫টি জলাশয়কে সাজিয়ে তোলে কেএমডিএ এবং কলকাতা পুরসভা।

প্রেমিক যুবক

আটের পাতার পর

এলাকায় ওই মেয়েটির মামারবাড়ি হওয়ায় সেখানে যাতায়াত এর সূত্র ধরেই পরিচয় হয় প্রিতমের সঙ্গে। আনুমানিক দু"বছর মেলামেশার পরে সম্প্রতি কিছুদিন ধরেই প্রীতমকে এড়িয়ে যায় মেয়েটি। এমনকি বাড়িতে ডেকে প্রীতমকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় বলে মেয়েটির পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে প্রিতমের পরিবারের পক্ষ থেকে। সেই অপমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে জানা যায় পরিবারের পক্ষ থেকে। আত্মহত্যার আগে প্রীতম তার বোন ও দিদির কাছে মেয়েটির নামে মোবাইলে এসএমএস করে অভিযোগ জানায় বলে জানা যায় পরিবারের পক্ষ থেকে। মৃত যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পাঠানো হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে।

করছে বিজেপি

পাচের পাতার পর

সম্পাদকমন্ডলির সদস্য রাহুল সিংহ ১০ জোড়াবাগান স্ট্রিটে জোড়াবাগান ছটপুজো কমিটির সমাবেশে বস্ত্র বিতরণ করেন। এর আগে রামবাগান লোহাপট্টিতে ১/এইচ/৭ রমেশ দত্ত স্ট্রিটেও তিনি যান বস্ত্র বিতরণে। দলীয় সূত্রে শনিবার এ খবর জানা গিয়েছে।

চাঞ্চল্য সিউড়িতে

পাচের পাতার পর

মদ্যপ অবস্থায় রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কারো কারো মতে মদ্যপ অবস্থায় কারোর সাথে বচসায় জড়িয়ে যাওয়ায় মেরে ফেলাও হতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মাঠ থেকে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। আকস্মিক এই মৃত্যুর পিছনে কি কারন থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

স্টেশন চত্বরে

পাচের পাতার পর

পুলিশ সূত্রের খবর, হুগলি রেল স্টেশন লাগোয়া রেলের পরিত্যক্ত জায়গায় থাকত ওই প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকউ পুলিশের অনুমান, শুক্রবার গভীর রাতে বেধড়ক মারধর করার পর পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে লক্ষ্মী কর্মকারকেউ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছেউ তদন্তকারীরা মনে করছেন, সম্ভবত চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে ওই ভিক্ষুককেউ যদিও, অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।সরকার প্রধান বলেন,বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এখন উন্নয়নের বিস্ময়। কারণ এই প্রশ্নটা অনেকেই আমাকে সবসময় করেন যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কিভাবে এই উন্নয়নটা করলাম। গত নির্বাচনী ইশতিহারে তাঁর দল আওয়ামী লীগ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে উল্লেখ করে দলটির সভাপতি বলেন, এ লয রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ অর্থবছরে ৩৬টি পণ্যে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য নীতি সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। কোন কোনক্ষেত্র তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে রপ্তানিতে আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের ল্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৪ বিলিয়ন ডলার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমার দৃঢ় বিশ্বাস রপ্তানির এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এবং রপ্তানীর বহুমুখিকরণ করতে পারলে আমাদের ঘোষিত ল্যমাত্রা ২০২১ সালে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।বিনিয়োগ, ব্যবসা পরিচালনা ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজ এবং গতিশীল করতে তাঁর সরকারের সুনির্দিষ্ট পদপেসমূহ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারাদেশে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সুবিধা-সম্বলিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা প্রতিষ্ঠা করছি। যার মধ্যে ১২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বেশকিছু শিল্প-কলকারখানা সেখানে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি জমির সুরা করে এই রপ্তানী অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।রপ্তানী বৃদ্ধির লয দেশের অভ্যন্তরে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে তাঁর সরকারের পদপেসমূহ তুলে ধরে তিনি বলেন,ইতোমধ্যে আমরা একাধিক টার্মিনাল ও নতুন নৌ-বন্দর স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। আঞ্চলিক যোগাযোগ অবকাঠামোর সঙ্গে বাংলাদেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে দণি ও দণি-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা আমরা সৃষ্টি করেছি।

তাঁর সরকারের গত দুই মেয়াদে প্রণোদনা এবং নীতি সহায়তায় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য কারখানার প্রসার ঘটেছে এবং বিনিয়োগে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,এখন এই খাতের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ আসছে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য থেকে।

তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রা এবং চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সাভারে আধুনিক শিল্প নগরীতে এই শিল্প স্থানান্তরেও সরকাররের উদ্যোগ তুলে ধরেন।তিনি বলেন,আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের আকার, পণ্যের সমাহার এবং বিপণন সমতা অনেক বেড়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের ল্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চারটি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। যার মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প অন্যতম।শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে,২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ল্য অর্জনে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলে এগিয়ে আসবেন। বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে তাঁর সরকার সবসময় সক্রিয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সবধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন এবং সরকারের প থেকেও সম্ভব সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

জয়নাল আবেদিন আখন, উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম ভিপি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।এর আগে মন্ত্রী ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নব-নির্মিত চরফ্যাশন-বেতুয়া লঞ্চঘাট সড়কের উদ্বোধন করেন সেতুমন্ত্রী।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

বিএসএফ-এর জওয়ানরা ছুটে গিয়ে পাচারকারীদের ধরার চেষ্টা করলেও তাঁরা ব্যর্থ হন। এর পর ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ২০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন তাঁরা। অরুণ ভার্মার কথায়, উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, একই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় প্রচুর ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিএসএফ। অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, ১,৯২,৭৬৩ টাকা মূল্যের ফেন্সিডিল পাচারের সময় উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর দাবি, সীমান্তে টহলদারি বেড়েছে। তাই, পাচারের সময় প্রচুর নেশা সামগ্রী, গবাদি পশু, বস্ত্র ইত্যাদি উদ্ধার হচ্ছে।

জওয়ান

● **প্রথম পাতার পর**

তিনটি গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিওপি-র জওয়ানরা তাঁকে কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আধিকারিকটি বলেন, সাম্বাজি কেশরাও ভেঁসলে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার তারগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গত ৯ অক্টোবর ১৫ দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন ২৪ অক্টোবর। তাঁর আত্মহত্যার পেছনে পারিবারিক সমস্যাও কারণ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, বলেন তিনি।

এ-বিষয়ে ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যার ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নেওয়া হয়েছে। শনিবার আগরতলায় জিবি হাসপাতালে তাঁর ময়না তদন্ত হয়েছে। আজই তাঁর মৃতদেহ মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

সিএবি

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজ্যের শাসক জোট শরিক আইপিএফটি সম্প্রতি গৌহাটিতে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তাঁরা ওই বিলের প্রতি আপত্তি জাহির করেছে। ফলে,উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাবাবেগ কংগ্রেসের জন্য সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই, সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই রণকৌশল নির্ধারনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওই বিল সম্পর্কে মতামত জানতে আসছেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

সূত্রের খবর, এআইসিসি প্রতিনিধি দল রাজ্যে আইএনপিটি নেতাদের সাথেও বৈঠক করবেন। কারণ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় আইএনপিটি টানা আন্দোলন করে চলেছে। ফলে, উপজাতি ভিত্তিক এই আঞ্চলিক দল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে কি ভাবছে তা বুঝতে চাইছে এআইসিসি।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে দাবি, এআইসিসি প্রতিনিধি দল রাজ্যে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আসছেন। সাথে দলের বর্তমান অবস্থা নিয়েও তাঁরা প্রদেশ নেতৃবৃন্দের সাথে পর্যালোচনা করবেন। কিন্তু, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল মুখ্য এজেন্ডা এই বিষয়টিও খারিজ করে দেয়নি প্রদেশ কংগ্রেস।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, সিপিআইএমএল-র দাবি, ওই মৃত্যুর ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৭৬নং ধারা অনুসারে বিচারবিভাগীয় তদন্তের বিধান রয়েছে। তবে এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তদন্ত কার্য কোনোভাবেই নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই এই জেলায় কর্মরত একজন বিচারপতি নিযুক্ত করে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানায় সিপিআই(এম-এল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। দলের বক্তব্য, মঙ্গল দাস পিতৃহারা এক অত্যন্ত গরিব পরিবারের সন্তান। পেশায় সে ও তার মা নির্মাণ শ্রমিক। তাই, পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ লক্ষ টাকা তার অভাগা মায়ের হাতে তুলে দেয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে দল। তাছাড়া বিচার বিভাগীয় তদন্তের শুরুতেই আর কে পুর থানায় কর্তব্যরত তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিককে বরখাস্ত করা হোক দাবি তাঁদের ।

প্রতীমা

● **প্রথম পাতার পর**

ধাপে ৯৯৯ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্র ৫০ এবং রাজ্য ৫০ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে। তিনি জানান, স্মার্টসিটি প্রকল্পে আগরতলা শহর থেকে এমবিবি বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি ডাবল লেন করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে আগরতলা শহর পর্যন্ত সড়ককেও উন্নত করতে রাজ্য সরকার প্রয়াস নিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে রেল সম্পসারণের পাশাপাশি বিমান পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা তিনি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা নগরোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদব।

উষ্ঠাগত

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ৩ অক্টোবর থেকে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাফ কথা মিজোরামে তাদের জন্য পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অথচ, অধিকাংশ রিয়াং শরণার্থীরাই মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন না। ৩ অক্টোবর থেকে এখনও পর্য্যন্ত খুবই অল্প সংখ্যক রিয়াং শরণার্থী পরিবার ফিরে গিয়েছেন। ফলে, ত্রিপুরায় সাতটি শিবিরে রিয়াং শরণার্থীরা রেশন ও আর্থিক সহায়তার অভাবে সমস্যার মুখে পড়েছেন। সম্ভবত, ফের শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন তাদের নেতৃবৃন্দ। রেশন বন্ধ করে দেওয়া সত্বেও রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছাই তা প্রমাণ করছে। ফলে, এই জটিল সংকট কাটাতে কেন্দ্রীয় সরকার কি উপায় বের করবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ফলে, আগামীদিনে শরণার্থী শিবিরে সমস্যা আরও গাঢ় হতে পারে বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

বস্ত্রদান শিবিরে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ নভেম্বর ।। ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি স্টেশন থেকে ডেমো ট্রেন চালু করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হবে এই বৃহত্তর এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে। আজ উত্তরের চুরাইবাড়িতে ফ্রেন্ডস ক্লাবের এক বস্ত্রদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিংকু রায়। কদমতলা ব্লক এলাকা সহ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্র ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের কাঁঠালতলী, বাঘন, কলয়াঘাট, বালিরবন্ধ সহ এই বস্তীর্ণ এলাকা প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এখন আগরতলা যেতে হলে ধর্মনগর রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হচ্ছে। নয়তোবা শিলচর-আগরতলা প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষা করতে হয় তাতেও যাত্রী থাকে ভিড়ে ঠাসা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রচেষ্টায় রাজ্যে ডেমে ট্রেন চালু হলেও সেটি চুরাইবাড়ি থেকে আগরতলা যাতে করা হয়। বর্তমানে ধর্মনগর থেকে প্রতিদিন আগরতলা যাচ্ছে ডেমো ট্রেন। তাছাড়া সকাল-বিকাল দুটো প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলছে ধর্মনগর থেকে। ধর্মনগর রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। অনেকের গাড়ি রিজার্ভ করতে হয় তাতে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা লেগে যায়। তাই বিশেষ করে ডেমো ট্রেন চুরাইবাড়ি থেকে চালু হলে উপকৃত হবে এলাকার মানুষ। টিংকু রায় বলেন, এটা রেল মন্ত্রকের ব্যাপার তিনি বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে নেবেন যাতে করে একটি ট্রেন হয়তো চুরাইবাড়ি থেকে চালু করা যায়। আজকের এই বস্ত্রদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিগণ গরিব অসহায় দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে এদিন বস্ত্র বিতরণ করেন। কালীপুজার পাশাপাশি প্রতিবছরই নানা সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে যায় ফ্রেন্ডস ক্লাব। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজকের এই বস্ত্রদান শিবিরের প্রায় দেড় শতাধিক দরিদ্র মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেয় ফ্রেন্ডস ক্লাব।

রামপুরহাটে রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের মারামারি, জখম এক

রামপুরহাট, ২ নভেম্বর (হি. স.) : রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষে মারামারির জেরে জখম এক। গুরুতর জখম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাইকর থানার নয়াগ্রামে। মিত্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ওই গ্রামে রয়েছেন দুজন সদস্য। একজন আভেদ আলি, অন্যজন বাবুল আকতার ওরফে আপেল।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার গ্রামের বদির পাড়ায় রাস্তায় ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। এনিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ আপেলের লোকজন বার বার কাজের এলাকায় গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরার পথে আভেদের ভাই জাইতারুল শেখকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপেল বলেন, "অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখের সঙ্গে কাজের বিষয়ে মনোমালিন্য চলছে। সেই কারনে আমার সংসদ এলাকার কাজ তার কাছের লোকদের দিয়ে করাচ্ছিলেন। এলাকায় বাড়ি নির্মাণের নামে বেনিফিসিয়ারিদের কাছ থেকে তোলা নিচ্ছিলেন। জাইরুল অঞ্চল সভাপতির কাছের লোক। সেই টাকা তুলছিল। উন্নয়নে কোন বাধা আমরা দিইনি। বাধা দিলে রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হত না। উনি অঞ্চল সভাপতি হলেও পক্ষপাতিত্ব করছেন, বিষয়টি আমি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি"। জাইতারুল শেখ বলেন, "আপেল শেখ দীর্ঘদিন থেকে দল বিরোধী কাজ করছে। রাস্তার কাজ নিয়ে বাধা দিচ্ছিল। পার্টি অফিসে বাঁশ কেটে রেখেছিল। সন্ধ্যার সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই প্রথমে গালাগালি, তারপর অফিস থেকে বাঁশ নিয়ে মারধর করে। আমার মাথায় আঘাত করে। আমরা কারও কাছে বাড়ির টাকা নিইনি। মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে"। তবে গ্রামের বাসিন্দা মিরাজুদ্দিন শেখ বলেন, "জাইতারুল শেখ তাঁর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে"। অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ বলেন, "আপেল দীর্ঘদিন থেকে দলবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। সদ্য সমাপ্ত সমবায় নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। বিষয়টি আমরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে"।

প্যারিস মাস্টার্স টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে জোকোভিচ

প্যারিস, ২ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ প্যারিস মাস্টার্স টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলেন। শুক্রবার দুর্দান্ত খেলার জোরে কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রিসের টেনিস তারকা স্টেপানোস সিসিপাস হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন। ৫৮ মিনিট ৬- ১, ৬- ২ সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন জোকোভিচ। এবার তিনি মুখোমুখি হবেন বুলগেরিয়ার গ্রিগর দিমিত্রভের বিরুদ্ধে।প্যারিস মাস্টার্স টুর্নামেন্টে এক নম্বর স্থান ধরে রাখতে রাফেল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচের লড়াই দেখাতে মুখিয়ে রয়েছেন টেনিস প্রেমীরা। এই টুর্নামেন্টে যিনি জিতবেন, তিনি বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থানে থাকবেন।

প্রত্যাহার

● **প্রথম পাতার পর**

বৈঠকে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পাশাপাশি, ওই বৈঠকে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব ওই কমিটির উপর বর্তেছে। এদিকে, আজ ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ধৃত

● **প্রথম পাতার পর**

গুয়াহাটিতে কোনও একটি ক্লাবের সাথে নাকি তাঁদের চুক্তি হয়েছে। তাই তাঁরা আগরতলা থেকে ট্রেনে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তিনি জানান, ওই চার নাইজেরিয়ানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

শিকল লাগানো রয়েছে। তবে কিভাবে হাতিটি এখানে আসল তা এখনও বোধগম্য নয়

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের কাজের জন্য সাধারণ মানুষ আরও একবার তাঁর সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। একইসঙ্গে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্য ভারত এগিয়ে চলেছে বলেও প্রবাসী ভারতীয়দের আশ্বস্ত করেছেন নমো।

যুবতীকে

● **প্রথম পাতার পর**

কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদন্ড। তাছাড়া ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৬ ধারায় পাঁচ বছরের কারাদন্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আর ছয় মাসের কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন বিচারক। দুটি সাজাই একসাথে চলবে বলে জানিয়েছেন বিচারক। এই মামলায় সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেছেন আইনজীবী যোগেন্দ্র দাস।

খেলা খবর

দিল্লিতে প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ

নতুন দিল্লি, ২ নভেম্বর: আগামীকাল রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে (প্রথম টি টোয়েন্টিতে ৫২০) মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ()-বাংলাদেশ ()। ভারত সফরে তিনটি টি টোয়েন্টি ও দুটি টেস্ট খেলবে টাইগাররা। ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের তেমন চিন্তা নেই। ২৪ ঘণ্টার খবর অনুযায়ী, পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশকে ক্রিকেটীয় যুদ্ধে বারবার ধরাশায়ী করেছে ভারতীয় দল। এবার ঘরের মাঠেও যার অন্যথা হবে না। কারণ একে তো বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার ভারত সফরে আসেননি। তামিম ইকবাল () ও শাকিব আল হাসান () না থাকায় বাংলাদেশ দল কিছুটা ব্যাকফুটে। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁরা তামিম বা শাকিবের অনুপস্থিতি নিয়ে ভাবছেন না। বরং সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামীকাল ফিরোজ কোটলার) অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সন্ধে ৭টা থেকে খেলা শুরু।দুই দেশের ক্রিকেটীয় যুদ্ধের পরিসংখ্যান দেখলে বাংলাদেশের ক্রিকেট সমর্থকদের হতাশ হতে হবে। পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত একবারও ভারতীয় দলকে টি-২০ ম্যাচে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম টি-২০ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে এমন পরিসংখ্যান রোহিত শর্মার দলকে ভরসা দিতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ সমর্থকদের এই পরিসংখ্যান নিতান্তই হতাশ করবে। সেমিফাইনালে তুরস্কের জেনিপ ইয়েটগিলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন ভারতীয় মহিলা পালোয়ান পূজা গেহলটপরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৮টি টি-২০ ম্যাচ খেলা হয়েছে। আর প্রতিবারই জয় পেয়েছে ভারতীয় দল। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টি-২০ ম্যাচ এখনও পর্যন্ত খেলা হয়েছে। ২০১৬ সালে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সেই ম্যাচেও বাংলাদেশকে হারিয়েছিল বিরাট কোহলিরা। ভারত ও বাংলাদেশ শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল ২০১৮ সালের ১৮ মার্চ শ্রীলঙ্কায়। সেই ম্যাচে ভারচীয় দল জিতেছিল চার উইকেটে। দুই দেশের মধ্যে মুখোমুখি সাক্ষাতে সব থেকে বেশি রান করেছেন হিটম্যান রোহিত শর্মা ()। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগের ৮টি টি টিয়োন্টি ম্যাচেই খেলেছেন রোহিত। মোট ৩৫৬ রান করেছেন তিনি। গড় ৪৪.৫০। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়িন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান রয়েছে ভারতের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ানের ()। ১৮৬ রান করেছেন তিনি। গড় ২৬.৫৭। অন্যদিকে ভারতের বিরুদ্ধে সব থেকে সফল বাংলাদেশের বোলার সাব্বির রহমান (তবে এবার টি টোয়েন্টি সিরিজে তিনি দলে নেই। ভারতের বিরুদ্ধে আগের ৮টি টি টোয়েন্টিতে সব থেকে বেশি রান করেছেন মুশফিকুর রহিম ()। ১৬৫ রান করেছেন তিনি। গড় ৩৩।

ক্রিকেট ছেড়ে কাঁকড়া চাষ, জানুন শাকিবের নতুন ব্যবসার খবর

ক্রিকেট খেলার পাশপাশি বাংলাদেশে একাধিক ব্যবসা আছে অল রাউন্ডার শাকিব আল হাসেনের। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন কাঁকড়া চাষ। আইসিসির দেওয়া শাস্তি মাথা পেয়ে নিয়েছেন শাকিব। তাই আগামী এক বছর ক্রিকেট মাঠে নামা হবে না তাঁর। অনুশীলন করবেন, নিজেকে ফিট রাখবেন, সঙ্গে ব্যবসায় এবার একটু বাড়তি মন দিতে চলেছেন এই ক্রিকেটার। কারণ আগামী বছর থেকে শাকিবের নতুন ব্যবসা পথ চলা শুরু করবে।

তার আগে প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে। শাকিব এবার নামছেন কাঁকড়ার চাষের ব্যবসায়।বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় ৫০ একর জমির ওপর গড়ে উঠছে শাকিব আল হাসানের এই স্বপ্নের প্রজেক্ট। খামারের নাম দেওয়া হয়েছে শাকিব অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেড। নির্মান কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। সবকিছু ঠিক পথে এগিয়ে গেলে ২০২০ সালের শুরুর দিক থেকেই শাকিবের এই ফার্ম থেকে শুরু হবে কাঁকড়া চাষ। বাংলাদেশী ক্রিকেটারের এই উদ্যোগে প্রায় ১৫০ জনের কর্মসংস্থান হবে। থাকবে তাদের থাকার ব্যবস্থাও।

দিল্লির দূষণ কোনও সমস্যায় ফেলবে না ঃ রোহিত শর্মা

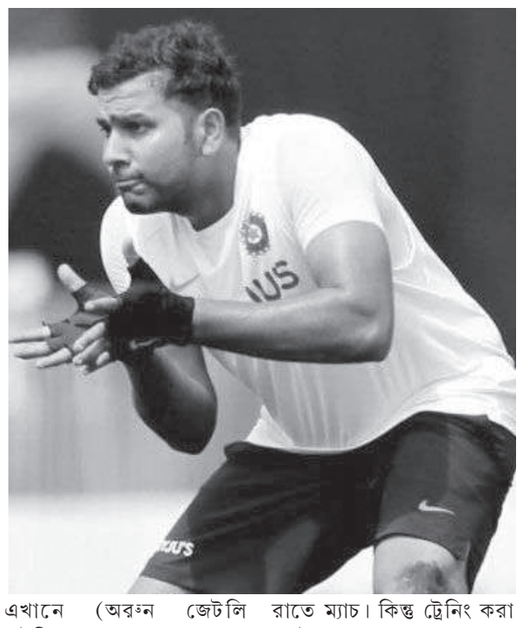

নিজস্ব প্রতিবেদন : দিল্লিতে মারাত্মক দূষণ সত্বেও রবিবার নির্ধারিত দিনেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে অনেকেই আপত্তি তুললেও ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মনে করেন, দিল্লির দূষণ কোনও সমস্যায় ফেলবে না।পরিবেশবিদদের আবেদন সত্বেও দিল্লি থেকে ম্যাচ না সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। ফলে রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেই হবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। দিল্লিতে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার জন্য বোর্ড সভাপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন পরিবেশবিদরা। কিন্তু সৌরভ স্পষ্ট জানিয়ে দেন ম্যাচ হবে দিল্লিতেই।বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পৌঁছে ইতিমধ্যেই অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ দল। তবে ভারতীয় দলের তেমন কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রোহিতের মতে, 'আমি যতদূর জানি তিন তারিখ আমাদের এখানে (অরুন জেটলি স্টেডিয়াম) ম্যাচ খেলতে হবে। আমাদের আগেও কোনও সমস্যা হয়নি যখন আমরা শেষবার এখানে খেলেছিলাম (শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট)।আমি মনে করি কোনও সমস্যা হবে না।'মহারাজকীয় উদ্যোগে ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে অতিথি সচিন তেন্ডুলকর !সংবাদ সংস্থা জ্জঞ্ছু-কে রোহিত বলেন, 'ম্যাচ নিয়ে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেহেতু রাতে ম্যাচ। কিন্তু ট্রেনিং করা একটা সমস্যা হতে পারে। কারণ সকালে দলের অনুশীলন রয়েছে। যদিও আমাদের অপশনাল ট্রেনিং সেশন। তবে রোদ উঠলে আবার অনুশীলে কোনও সমস্যা হবে না। দিওয়ালির ছুটিতে সকলেই কম-বেশি জিমে গা ঘামিয়েছে। শনিবার প্রায় সকলেই চলে আসছে। আবহাওয়া পরিস্থিতি দেখে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

আমি ম্যাচ-ফিক্সারদের দ্বারা আবর্তিত ছিলাম, বিস্ফোরক আখতার

করাচি: ক্রিকেটে কেরিয়ারে বিতর্ক থেকে খুব বেশি দূরে থাকতে পারেননি শোয়েব আখতার। ডোপিং থেকে বল-টেম্পারিং বারবার বিতর্কের কেন্দবিন্দুতে ছিলেন ''রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস''। প্রাক্তন পাকিস্তানি স্পিড-স্টার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের আট বছর পর ম্যাচ-ফিক্সিং নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন।সম্প্রতি এক টক-শোয়ে ম্যাচ-ফিক্সিং বিষয়ে সতীর্থদের দিকেই আঙুল তুলে শোয়েব বলেন, ''আমি সবসময় স্থির ছিলাম যে, কখনও পাকিস্তানকে ঠকাব না। কোনও ম্যাচ-ফিক্সিং নয়। যদিও আমি ম্যাচ-ফিক্সারদের দ্বারা আবর্তিত ছিলাম। আমাকে ২২ জনের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছিল। বিপক্ষের ১১ এবং আমাদের ১০ জনের বিরুদ্ধে। কে জানে, কে ম্যাচ ফিক্সার। তখনও অনেক ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। মহম্মদ আসিফ আমাকে বলেছিলেন, কোন ম্যাচ কীভাবে গড়াপেটা ওরা করেছে।''২০১০ লর্ডস টেস্টে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে ততকালীন পাকিস্তানের দুই উদীয়মান ফাস্ট বোলার মহম্মদ আমের ও মহম্মদ আসিফকে ৫ বছরের জন্য সব ধরণের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করে আইসিসির দুর্নীতি-দমন শাখা। ''লর্ডসগেট''-এর মূল কাণ্ডারি ছিলেন ততকালীন পাক অধিনায়ক সলমন বাট। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাটকে আজীবন ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করে বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।''রিওয়াইন্ড উইথ সামিনা পীরজাদা'' নামক টক শো-তে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থদের ম্যাচ গড়াপেটায় জড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গে নিজের যন্ত্রণা ব্যক্ত করে শোয়েব জানান, সেই সময় তাঁকে শুধু বিপক্ষের সঙ্গেই খেলতে হচ্ছিল না। খেলতে হচ্ছিল সতীর্থদের বিরুদ্ধেও।আমের ও আসিফের ম্যাচ গড়াপেটায় জড়িয়ে পড়ার খবর শুনে তিনি কতটা দুঃখ পেয়েছিলেন এবং কতটা রেগে গিয়েছিলেন তা জানাতে ভোলেননি শোয়েব। ''রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস'' বলেন, ''আমির ও আসিফকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। ওদের বলেছিলাম, তোমরা প্রতিভার কী অপচয় করছো! এই বিষয়ে জানতে আমি যখন পারি, আক্ষেপে আমি দেওয়ালে ঘুষি মেরেছিলাম। পাকিস্তানের দুই প্রতিশ্রুতিময় নিখুঁত ফাস্ট বোলার, কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল! কিছু টাকার জন্য ওরা নিজেদের বেচে দিল!''তবে লর্ডস টেস্টের সেই কঙ্ককময় অধ্যায় থেকে নির্বাসন কাটিয়ে আমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেও আসিফ ও সলমন ফিরতে পারেননি। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে ২০১৯ বিশ্বকাপে আমের খেলেছিল। কিন্তু চোটের জন্য মাত্র ২৭ বছর বয়সে বাঁ-হাতি এই পেসারের টেস্ট থেকে অবসর বিশ্বক্রিকেটকে চমকে দেয়। বিশ্বকাপের ঠিক পর অর্থাত ২৬ জুলাই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে আমের।

বাউন্ডারির ধারে এক হাতে উড়ন্ত ক্যাচ হরমনপ্রীতের

ছেলেদের মতো মেয়েরাও যে বাউন্ডারির ধারে উড়ন্ত ক্যাচে ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে পারেন, দেখালেন হরমনপ্রীত কউর।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচে বাউন্ডারি রোপের ধারে এক হাতে অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল ভারতীয় মহিলা দলের কাপ্তান।এমনিতেই ধুঁয়াধার ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেটে হরমনপ্রীতের দারুণ সুনাম রয়েছে। তবে ক্যাচে তাঁর থেকে এমন চোখ ধাঁধানো পারফর্ম্যান্স অবশ্য আগে দেখা যায়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ইনিংসের শেষ ওভারে দলের অধিনায়িকা স্টাফাইনি টেলর সেঞ্চুরির দোড়গোড়ায় ছিলেন। এরপর একতা বিস্তের ফুলটস বল সজোরে হাঁকান টেলর। সবাই যখন ধরে নিয়েছে বল বাউন্ডারি পার, তখনই সঠিক সময় লাফিয়ে একহাতে ক্যাচ ধরে আউট করেন হরমনপ্রীত। টেলর আউট হন ৯৪ রানে।হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই হলেও হেরে বসে ভারত। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের শেষ বলে দশম উইকেট হারিয়ে ২২৪ রানে থামে ভারত। হরমনপ্রীতদের হারিয়ে ১ রানে থ্রিলার ম্যাচ জিতে নেয় ক্যারিবিয়ান দল। ভারতের হয়ে ওপেনার প্রিয়া পুনিয়া সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন।

ক্যাপ্টেন হয়ে মাঠে ফিরছেন সাঙ্গাকারা

লন্ডন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ২০১৫ সালে। তার পরেও ঘরোয়া টি-২০ লিগ ছাড়াও বেশ কিছুদিন কাউন্টি ক্রিকেট চালিয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। গত অক্টোবরে প্রথম বিদেশী হিসাবে এমসিসি''র সভাপতি নিযুক্ত হন সাঙ্গা। প্রশাসক হিসাবে এই মুহূর্তে বিশ্বক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়ন তাঁর প্রধান লক্ষ্য হলেও মাঠ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।আগামী বছর ব্যাট হাতে আবার মাঠে নামতে চলেছেন সাঙ্গাকারা। শুধু মাঠে ফেরাই নয়, তিনি পালণ করবেন ক্যাপ্টেনের ভূমিকাও। কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন এসেক্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া মরশুমে প্রথাগত উদ্বোধনী ম্যাচে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবকে নেতৃত্ব দেবেন সাঙ্গা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ম্যাচটি খেলা হবে সাঙ্গাকারার নিজের দেশে। আগামী বছর ২৪-২৭ মার্চ এসেক্সের বিরুদ্ধে এমসিসি''র ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে গল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।১৯৭০ সাল থেকে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে এমসিসি''র এই প্রীতি ম্যাচ খেলার রীতি চলে আসছে। ২০১১ সাল থেকে বিদেশের মাটিতে খেলা হচ্ছে এই ম্যাচ। গত বছর দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তবে বৃষ্টিতে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়। এবার ম্যাচটির জন্য শ্রীলঙ্কাকে বেছে নেওয়া হয় কারণ, মার্চে সেখানেই বসবে এমসিসি''র ওয়ার্ল ক্রিকেট কমিটির বৈঠক।৪২ বছর বয়সি সাঙ্গাকারা ১৫ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে ১৩৪টি টেস্ট, ৪০৪টি ওয়ান ডে ও ৫৬টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে ১২৪০০, একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৪২৩৪ ও আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে ১৩৮২ রান সংগ্রহ করেছেন।

কোন সিরিজে মাঠে ফিরবেন জসপ্রীত বুমরা,স্পষ্ট করল টিম ম্যানেজমেন্ট

আগামী বছর জানুয়ারি মাসেই মাঠে ফিরতে চলেছেন ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরা। বুমরার চোট নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে চলছিল জল্পনা। ভারত থেকে ইংল্যান্ডও পারি দিয়েছিলেন বুমরা। চোটের কারণে অস্ত্রপচার হবে তাঁর এমনটাও শোনা যাচ্ছিল। তবে সেখানে বিশেষ ভাবে কোনও অস্ত্রপচার হয়নি তাঁর এমনটাই খবর। তবে চোট এখন সেভাবে গুরুতর না হলেও আরও দুই মাস তাঁকে বিশ্রামেই থাকতে হবে এমনটা জানিয়ে দিয়েছে ডাক্তাররা।

আর সেই কথা মতন গত বছরের শুরুতেই মাঠে ফিরতে পারবেন বুমরা। এমনটাই খবর ভারতীয় দল সূত্রে।ভারতীয় দল সূত্রে খবর, এখন অনেকটাই সুস্থা আছেন বুমরা। একই সঙ্গে নিজের ফিটনেস নিয়ে চর্চাও শুরু করে দিয়েছেন ভারতীয় বোলার। পাশাপাশি ভারতীয় দলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফের মাঠে ফিরতে দেখা যেতে পারে বুমরাকে। নিউজিল্যান্ড সফরের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজেকে ঝালিয়ে নেবেন তিনি। পাশাপাশি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেও নিউজিল্যান্ড সফরে বুমরার উপস্থিতিটা খুব প্রয়োজনীয়। সেই জায়গায় দলের হয়ে উইকেট নেওয়ার মতন বোলার দরকার। আর সেই কোয়ালিটি রয়েছে বুমরার মধ্যে। তাই এবার তাঁকে নিউজিল্যান্ড সফর পর্যন্ত সময় দিতে হবে।কিছুদিন আগেই নিজের টুইটরে জিম করার ছবি পোস্ট করে বুমরা ইঙ্গিত দিয়েছিবলেন খুব শীঘ্রই ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন তিনি। বুমরার চোট নিয়ে প্রথম থেকেই বেশ চিন্তায় ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি সহ গোটা টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে এবার সেই জায়গা থেকে বেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আর সেই সঙ্গে বছর ঘুড়তেই ফের নীল জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলেছেন ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরা।

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:-22/EO/TRRDA/ 2019-20 date: 30/10/2019

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (RRP-II)

e-Procurement Notice

The Goverriment of India has received a loan/credit number "P124639" under PMGSY (Rural Road Project) Rural Road Financing towards the cost of Rural Roads Project (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) and intends to apply a part of the fund to cover eligible payments under the contracts for upgradation of work as detailed below. Bidding is open to all bidders from eligible source countries as defined in the bidding document.

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the item rate bids in electronic tendering system for upgradation of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the Dhalai district of Tripura for 1 number of package (1 road work & 1 long span RCC bridge, with estimated cost for 5846.27 lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD / Railway / Other State PWD/Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 30/10/2019 (dd/mm/yyyy)

Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities. The bidders are required to submit (a) original Demand Draft towards the cost of bid document and bj original bid security in approved form and (c) original affidavit regarding correctness of information furnished with bid document as per provisions of Clause 4.4 B (a) (ii) of ITB with movered Officer, Tripura RRDA, 7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala. lipto ür before the time and date of submission of bids either by registered post or by hand, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Last Date Time for receipt of bids through e-procurement: 19/11/2019 upto 1500 HRS.

For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in äppropriate class with appropriate authorities before signing the contract.

ICA/C-1513/2019

PNIeT NO-29/EE/PWD(DWS) AMB/2019-20
Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Drilling & Development of 10 (ten) Nos. Deep Tube well at different places of Dhalai District with Departmental Direct Rotary High Power Rig Machine and other machineries & equipments for the year 2019-20 DNIe-T No.05/SE/DWS/C/AMB/2019-20	Rs. 13756723.00	Rs. 137567.00	Rs. 2500.00	365(Three hundred sixty five) days	Upto 15.00 Hrs on 22/11/2019	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 25/11/2019	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per Nle-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in & for any query please contract : 03826-267230 / M-8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1507/2019

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

PNIeT NO-25/EE/PWD(DWS) AMB/2019-20
Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Drilling & Development of 08 (Eight) Nos. Deep Tube well at different places of Dhalai District with Contractor's Direct Rotary Normal capacity Rig Machine and other machinaries & equipments for the year 2019-20 DNIe-T No. 03/SE/DWS/C/AMB/2019-20	Rs. 5741849.00	Rs. 57418.00	Rs. 2500.00	240(two hundred forty) days	Upto 15.00 Hrs on 16/11/2019	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 18/11/2019	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per Nle-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in & for any query please contract : 03826-267230 / M-8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1503/2019

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

জাগরণ 3 November, 2019, Sunday আগরতলা, ৩ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৬ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

পাক ভূমিতে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ইসলামাবাদ, ২ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এতদিন সেনার হাতের পুতুল বলত ভারত। এবার তাঁর নিজের দেশেই একথা শুনতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। পাকিস্তানের সব বিরোধী দল তাঁকে তোপ দাগছেন সেনার হাতের পুতুল বলে। পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির দাবি, "ইমরান খান নন, পাকিস্তানের সরকার পরোক্ষে চালাচ্ছে সেনা বাহিনী।" তাঁরা বলছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে ইমরানকে বসিয়েছে সেনা। জনগণের দ্বারা তিনি নির্বাচিত নন, বরং তিনি সেনাবাহিনীর নির্দেশিত প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। যেদিকে, তাকানো যাবে সেদিকে শুধু মানুষ। প্রত্যেকের মুখে একটাই বুলি, আজাদি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই বিশাল বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন পাকিস্তানের ইসলামপন্থী নেতা মৌলানা ফজলুর রহমান। পাকিস্তানের সব বিরোধীদের একত্রিত করেছেন এই মৌলানা রহমানই। তাঁর আয়োজিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয়েছে পাকিস্তানের দুই প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি। ফজলুর রহমানের এই র‍্যালিতে লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানের আম নাগরিক অংশ নিয়েছেন। এই ব্যালির নাম রাখা হয়েছে আজাদি মার্চ।

এই ব্যালি থেকে ফজলুর ইমরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আগামী দুদিনের মধ্যে তিনি পদত্যাগ না করলে তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়বে বিক্ষোভকারীরা। তিনি জনসভায় বলেন, "পাকিস্তানকে শাসন করবে পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। কোনও সংস্থার দ্বারা আমরা পরিচালিত হতে রাজি নই। আপনার কাছে দু'দিন আছে তাঁর আগেই পদত্যাগ করুন। আমরা এর বেশি ধৈর্য্য দেখাতে পারছি না। মানুষ ঠিক করবে মানুষ কী করবে। আমরা কাকে ভোট দেব আমরা ঠিক করব। আমাদের ভোট ছিনতাই করা হয়েছে।"

এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজের নেতা শাহবাজ শরিফ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা বিলওয়াল ভুট্টো-জারদারি। তাঁরা বলেন, "পাকিস্তানের সেনা ইমরান খানের সেনা নয়, পাকিস্তানের সেনা শুধু পাকিস্তানের মানুষের সেনা। আমরা আমাদের সেনাকে বিতর্কের ঊর্ধে রাখতে চাই। দ্রুত আমরা এই প্রধানমন্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

শনিবার রাজধানীতে পানীয় জলের এটিএম'র উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

কৈলাসহরে রক্তদান শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ নভেম্বর।। ১৮ ডিসেম্বর মা সারদা দেবীর জন্ম দিবস উপলক্ষে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে শনিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে ৭৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এর সম্পাদক ত্যাগী বরানন্দ মহারাজ বলেন রক্তদান হল মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ দান। রক্তদান এর বিকল্প নেই। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসে মানব ধর্ম পালন করছে যাচ্ছে। রক্তের কোন বিকল্প নেই কেউ রক্তদান করলে তার কোন ক্ষতি হয় না বরং রক্তদান করলে শরীরের উপকার হয় একসময় নিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত ধারণা থাকলেও বর্তমানে সেই ধারনা পাল্টে গেছে এখনকার যুবসমাজ অনেক বেশি সচেতন ও রক্তদানে আগের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহী। তাই সকলের উচিত মানব ধর্ম করতে রক্তদানে এগিয়ে আসা।

অপমানে আত্মঘাতী প্রেমিক যুবক

বসিরহাট, ২ নভেম্বর(হ,স) : শুক্রবার গভীর রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় প্রীতম নামে বছর চব্বিশের এক যুবক। প্রেমিকার পরিবারের অপমানের গ্লানি থেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ যুবকের পরিবারের। বসিমর্গে এঁদের পুকুর ধার এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দে এর ছেলে প্রীতম ওষুধের দোকানে কাজ করতো। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই যুবক। যুবকের মৃত্যুতে প্রেমঘটিত কারণে প্রেমিকার পরিবারের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে। জানা যায়, বসিরহাট ত্রিমোহনী এলাকার একটি মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল প্রীতম। এঁদের পুকুর ধার

ছয়ের পাতায় দেখুন

গরু চুরির ঘটনায় ধন্দুমার করিমগঞ্জের কলকলিঘাটে অভিযুক্তের ফার্মাসিতে ভাঙচুর

পাথারকান্দ (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : গরু চুরি করে বিক্রি করার অভিযোগে জনতার হাতে ধরা পড়ে বেধম উত্তম-মধ্যম খেয়েছে এক যুবক। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার কলকলিঘাটে সংঘটিত হয়েছে। ধৃত যুবককে কলকলিঘাটেরই জনৈক কান্তি চক্রবর্তী বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

অভিযোগ, কান্তি চক্রবর্তী একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। কলকলিঘাটে একটি ফার্মাসিও রয়েছে তার। বহুদিন থেকে সে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার আড়ালে গরু চুরি করে বিক্রি করত। এমন অভিযোগ ছিল বহুদিন ধরে। কিন্তু আজ শনিবার তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলেন স্থানীয়রা। তাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে উত্তেজিত জনতা তার ফার্মাসিও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত দুদিন আগে কলকলিঘাট গ্রামের জনৈক মৌসমী সিনহার একটি গাভী মাঠ থেকে বাঁধা অবস্থায় চুরি হয়েছে। পরে অনুসন্ধান করে গাভীর মালিক জানতে পারেন, গরুটি বর্তমানে এলাকার টিলাবাড়ি গ্রামের জনৈক জামাল উদ্দিনের ঘরে রয়েছে।

ওই খবরের ভিত্তিতে জামালকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় যে গরুটি কলকলিঘাটের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক কান্তি চক্রবর্তীর কাছ থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে কিনেছে।

ঘটনাটি চাউর হলে স্থানীয় জনগণ দল বেঁধে গরু চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। মারধর করেন অভিযুক্ত কান্তিকে। কলকলিঘাট থানার ইনচার্জ সুশীল সিনহা জানান, গরুর প্রকৃত মালিক মৌসুমী সিনহা একই এলাকার কান্তি চক্রবর্তীকে অভিযুক্ত করে পাথারকান্দি থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। তাকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের গুলিতে আক্রান্ত তিন পুলিশ কর্মী, গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল নেতা

বসিরহাট, ২ নভেম্বর(হি,স) : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মুর্শিদাবাদের পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে যখন সরব পশ্চিম বাংলার শাসক, ঠিক তখনই শাসক ঘনিষ্ঠ নেতাদের হাতে শুক্রবার রাতে গুলিবিদ্ধ হতে হলো সন্দেশখালির তিন পুলিশকর্মীকে। শুক্রবার রাতের ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মী সহ তিন পুলিশকর্মীকে গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় কলকাতার হাসপাতালে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত কেদার সরদার ও লাল্টু সর্দারকে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। ধৃতদের শনিবার তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে সন্দেশখালির বৌঠাকুরুন এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কর্মীদের ভিতর অশান্তির খবর পেয়ে রাতে রজনী চৌকিদার ঘাট এলাকায় তল্লাশিতে গিয়েছিল সন্দেশখালি থানার মেজবাবু অরিন্দম হালদার এর নেতৃত্বে একটি পুলিশের দল। এলাকায় পুলিশ ঢোকার খবর পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ফাটায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা কেদার সরদার ও তার লোকেরা। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করলে মেজ বাবু অরিন্দম হালদার সহ এক ভিলেজ পুলিশ বিশ্বজিৎ মাইতি আর একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার বাবুসোনা সিংহ গুলিবিদ্ধ হন ঘটনাস্থলে। পুলিশের দুটি মোটরবাইক ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয় কেদার সরদার, লালটু সরদার ও তার লোকেরা। রাতেই আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে কলকাতায় রেফার করেন চিকিৎসকরা।

জানা যায় সন্দেশখালি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিবানী সরদার এর স্বামী কেদার সরদার সন্দেশখালির রজনী চৌকিদার ঘাট এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সন্ধ্যার পরে তারই ভাই লালটু সর্দার, বিধান সরদার এদের সঙ্গে বৌঠাকরুন খটি ঘাট এলাকায় কালীপুজোর জলসা দেখতে গিয়েছিলেন কেদার। সন্দেশখালি পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ মল্লিক এর তত্ত্বাবধানে কালীপুজো উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল এই জলসার। আর সেখান থেকেই সূত্রপাত গন্ডগোলের। জলসায় উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে কটূক্তি করার অভিযোগ পেয়ে প্রধান দিলীপ মল্লিক এর লোকেরা বারণ করতে গেলে তাদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে কেদার ও তার লোকেরা। বচসার মধ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দিলীপ মল্লিকের অনুগামী এক দলীয় কর্মীর পেটে কাচের বোতল ভেঙে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয় কেদার ও তার লোকেরা। বিষয়টি সন্দেশখালি থানার

ছয়ের পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি নির্বাচন ৭ নভেম্বর তৎপরতা কংগ্রেস-বিজেপি শিবিরে

করিমগঞ্জ (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : রাতাবাড়ি উপনির্বাচনের রেশ কাটতে না-কাটতে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও উপ-সভাধিপতি নির্বাচন নিয়ে পুনরায় জেলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম হয়ে উঠেছে। আগামী ৭ নভেম্বর করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও উপ-সভাপতি নির্বাচনের জন্য দিন ধার্য করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। এদিন তাঁর দফতরের সভাকক্ষে এদিন সকাল ১১টায় এক সভা ডেকেছেন জেলাশাসক।

এদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেস এবং বিজেপি শিবিরে জোরদার তৎপরতা শুরু হয়েছে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে আসিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্য আইনজীবী মমতাজ বেগমকে সামনে রেখে দাবার ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি সরাসরি দলীয় কোনও প্রার্থী দাঁড় না করিয়ে কংগ্রেসের বিদ্রোহী পারিষদ রাতাবাড়ির আশিস নাথকে সভাপতি পদে প্রজেক্ট করে বাজিমাত করতে চাইছে।

প্রসঙ্গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এক নির্দল সদস্যের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ১২। জেলা পরিষদ গঠনের ম্যাজিক সংখ্যা ১১। কিন্তু কংগ্রেস 'নবাগত' এবং 'অনভিজ্ঞ' পারিষদ আফরুজাকে সভাপতি পদে প্রার্থী করায় দলের ভিতরে কোন্দল শুরু হয়ে যায়। একদিকে যেমন বেঁকে বসেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের ঘনিষ্ঠ আশিস নাথ, অন্যদিকে সাদারাশি-লক্ষ্মীবাজার আসন থেকে কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত আব্দুল শুক্কুরের 'জাল সার্টিফিকেট' নিয়েও কম নাটক হয়নি। এই সুযোগে বিজেপি নিজেদের ছয় পারিষদ নিয়ে, বিদ্রোহী কংগ্রেসি পারিষদ আশিস নাথকে সভাপতি পদে প্রার্থী করে ময়দানে নেমে পড়েছিল। ভোটাভুটিতে কংগ্রেস-বিজেপি উভয় দলের অনুকূলে ১০টি করে ভোট পড়ে। তৎকালীন জেলাশাসক ফণীভূষণ রায় সভাপতি নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে টসের সাহায্য নেন। প্রথমবারের টসটি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর জেলাশাসক পুনরায় টস করেন। এতে আফরুজা নির্বাচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে জেলাশাসক আফরুজাকে সভাপতি ঘোষণা করে দিলেও, পরবর্তীতে তা বাতিল করে দেন। মামলা গড়ায় কোর্টে। শেষ পর্যন্ত কোর্টের নির্দেশে জেলাশাসক আনবামুথান এমপি আগামী ৭ নভেম্বর জেলা পরিষদ সভাপতি নির্বাচনের জন্য সভা ডেকেছেন।

৭ তারিখের সভায় জেলার নির্বাচিত কুড়িজন জেলা পরিষদ সদস্যকে জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ সকাল ১১টায় উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যে সরকারি চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ দখলে কংগ্রেসের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকলেও অন্তর্কোন্দলে জেরবার দল কিছুটা ব্যাকফুটে বলে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। দলীয় অনেক জেলা পরিষদ সদস্য প্রকাশ্যে কিছু না বললেও, ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাঁদের দাবি, দলের কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও কংগ্রসের সঙ্গ না ছেড়ে বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে সামনে থেকে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু সভাপতি নির্বাচনে তাঁদের উপেক্ষা করে অনভিজ্ঞ ও নবাগতদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও জেলা পরিষদ দখলে কংগ্রেসকে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে।

অন্যদিকে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ তাঁর বাল্যবন্ধু রাতাবাড়ির পারিষদ আশিস নাথকে সভাপতির চেয়ারে বসাতে কসরত শুরু করেছেন। আর এ ব্যাপারে কৃপানাথকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন প্রদেশ বিজেপি উপ-সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে জেলার গেরুয়া ব্রিগেড বাড়তি অক্সিজেনে টগবগ করছে। অন্যদিকে দলীয় প্রার্থীর বিশাল ব্যবধানের হার কংগ্রেস শিবিরকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় জেলা পরিষদ দখলে কংগ্রেস শিবির কতটুকু সংঘবদ্ধ হতে পারবে, এটাই এখন দলের কাছে এসিড টেস্ট।

জেলা সভাপতি নির্বাচনে এআইইউডিএফ-এর দুই সদস্য এবং এক নির্দল সদস্য এখন কিং মেকার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে আজমলের দল এআইইউডিএফ কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই জেলা পরিষদ সভাপতি নির্বাচনে আজমল ব্রিগেডের দুই সদস্য কোন দিকে ঝুঁকবেন? পুনরায় ডুবন্ত নৌকায় পা দেবেন, না-কি শাসকদলের সঙ্গে যাবেন দুই এআইইউডিএফ সদস্য, এ-নিয়ে চলছে সমগ্র জেলাজুড়ে জোর চর্চা।

গেরুয়া ব্রিগেড তাদের দলীয় ছয় সদস্যকে পুঁজি করে কংগ্রেস থেকে সদ্য পদত্যাগী আশিস নাথকে সভাপতি পদে প্রজেক্ট করে বাজিমাত করতে চাইছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা কংগ্রেসের হাতে থাকা সত্ত্বেও, বিজেপি যদি জেলা পরিষদ দখল করে নেয়, তা-হলে করিমগঞ্জ জেলায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়াবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে বলে জেলার রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহল অনুমান করছে।

মোহনপুরে রক্তদান শিবির

মোহনপুর, ২ নভেম্বর।। মোহনপুরের ঐক্যতান সংঘের উদ্যোগে আজ মোহনপুর বাজারে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি স্বেচ্ছা রক্তদানে সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান, স্বেচ্ছা রক্তদানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রক্ত তৈরি করা যায় না। স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমেই একজন রক্তদাতা এক জন মুমুর্ষ রোগীকে বাঁচাতে পারেন। তাই রক্তদানকে মহৎ কাজ বলা হয়। যার রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ঐক্যতান সংঘের এই উদ্যোগেরও প্রশংসা করে এলাকায় অন্যান্য ক্লাব বা সংস্থাকেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে আহ্বান জানান। মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, ভাইস চেয়ার পার্সন অনিতা দেবনাথ, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জয়লাল দাস, মোহনপুর পঞ্চায়েতর সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. প্রদীপ ভৌমিক, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের সভাপতি সনজিৎ সাহা। শিবিরে এলাকার ৩২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

লালন উৎসব শেষ হচ্ছে আজ

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রানীরবাজার গীতাঞ্জলী টাউন হলে তিনদিনব্যাপী আয়োজিত লালন উৎসব আগামীকাল সমাপ্ত হচ্ছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, রানীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন রানীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুদীপা দেবনাথ।

শিক্ষা দর্পণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর ।। সদর ও ডুকলি মহকুমার এডুকেশন ইনস্পেক্টরের উদ্যোগে স্কুল মেনেজমেন্ট সফটওয়ার 'শিক্ষা দর্পন' এর উপর একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর মহারানি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে। রাজ্যে এনসিইআরটি কোর্স চালু হওয়ার পর থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে সকল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একই বিদ্যালয়ে কতদিন যাবৎ শিক্ষকতা করছেন সকল বিষয়ে তথ্য উপাও সম্বলিত একটি নতুন অ্যাপ কোলা হয়েছে অ্যামপাওয়ার ইউডটই। এই অ্যাপটি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানালেন ডুকলি মহকুমার আইএস অভিজিৎ সমাজপতি।

কর্তারপুর করিডোর উদ্বোধনে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন সিধু

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : প্রশাসনের অনুমোদন পেলে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত কর্তারপুর করিডোরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধু। শনিবার এমনই জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী নভজ্যোত কাউর সিধু।

এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠিও লিখেছেন অমৃতসর পূর্বের বিধায়ক নভজ্যোত সিং সিধু। কর্তারপুর করিডর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সিধুকে। তারপরেই আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তোরজোড় শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নভজ্যোত কাউর সিধু জানিয়েছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জানিয়েছেন কর্তারপুর করিডোর খোলার জন্য প্রথম দাবি তুলেছিলেন সিধু। তাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত থাকাটা একান্ত জরুরি। যাবতীয় অনুমতি পেলে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন সিধু। কর্তারপুর করিডোরের উদ্বোধনের পর দুই দেশের সম্পর্কে যদি আরও ভাল হয় তবে আট্টারি বর্ডারও খুলে দেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী থেকে অনুমতি পেলে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন সিধু। অন্যদিকে বিদেশমন্ত্রক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নির্দিষ্ট শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতি পেলেই সিধুকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

উল্লেখ করা যেতে প্রধানমন্ত্রী পদে ইমরান খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নভজ্যোত সিং সিধু। সেখানে তিনি পাকিস্তান সেনাপ্রধান বাজওয়াকে আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।